হস্তক্ষেপমুক্ত

পূর্ণ দাড়ি রাখা ওয়াজিব

শায়খুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া কান্ধলবী মাদানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)

তাহক্বীক্ব: শায়খ আবদুল আযীয বিন আবদুল্লাহ বিন বায (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)

হস্তক্ষেপমুক্ত পূর্ণ দাড়ি রাখা ওয়াজিব

শায়খুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া কান্ধলবী মাদানী (রহমাতুল্লাহি আলায়হ)

হস্তক্ষেপমুক্ত পূর্ণ দাড়ি রাখা ওয়াজিব

মূল: শায়খুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া কান্ধলবী মাদানী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) (১৩১৫-১৪০২ হিজরী)

তাহকীক: শায়খ আল্লামা আবদুল আযীয বিন আবদুল্লাহ বিন বায (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)

অনুবাদ: মুহাম্মাদ আল-আমীন বিন ইউসুফ, সিরাজগন্‌জ
দাওরা হাদীস, মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া, যাত্রাবাড়ি, ঢাকা
কামিল (এম.এ), মাদরাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা
মোবা: ০১৭৩৮-৪১৯-৬১৯

হস্তক্ষেপমুক্ত পূর্ণ দাড়ি রাখা ওয়াজিব

মূলঃ শায়খুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া
কান্ধলবী মাদানী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) (১৩১৫-১৪০২ হিজরী)

অনুবাদঃ মুহাম্মাদ আল-আমীন বিন ইউসুফ, সিরাজগন্জ
দাওরা হাদীস, মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া, যাত্রাবাড়ি, ঢাকা
কামিল (এম.এ), মাদরাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা
মোবাঃ ০১৭৩৮-৪১৯-৬১৯

প্রথম প্রকাশঃ সেপ্টেম্বর ২০১৪, জিলক্বদ ১৪৩৫ হিজরী

প্রকাশকঃ মুহাম্মাদ আল-আমীন বিন ইউসুফ ও হাফেয রায়হান কাবীর

প্রচ্ছদঃ মুহাম্মাদ আল-আমীন বিন ইউসুফ

মূল্যঃ ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) টাকা মাত্র।

মুদ্রণঃ
হেরা প্রিন্টার্স.
৩০/২, হেমেন্দ্র দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা

অনুবাদকের দু'টি কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ وَبَعْدُ.

যাবতীয় প্রশংসা ও সিজদায়ে শুকর সেই সৌন্দর্যময় প্রভুর জন্য যিনি নিজে সুন্দর এবং সৌন্দর্যকে ভালবাসেন। তাই প্রতিটি সৃষ্টিকেই তিনি সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন। আর সবচেয়ে সুন্দর ও উত্তম দৈহিক আকৃতিতে মানবজাতিকে সৃষ্টি করে পৃথিবী নামক সৌরজগতের একটি ছোট্ট গ্রহে বসবাসের জায়গা করে দিয়েছেন। অতঃপর রাসূল, তাঁর পরিবারবর্গ এবং কিয়ামত পর্যন্ত সৎকর্মশীলদের উপর শান্তি, কল্যাণ ও রহমাতের ধারা বর্ষিত হোক।

মানবতার মুক্তির দূত রাসূল (ﷺ) এরশাদ করেন।

إِنَّ اللّٰهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ.

নিশ্চয়ই আল্লাহ সুন্দর, তিনি সুন্দরকে ভালবাসেন।[১]

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা নিজে যেমন সুন্দর তেমনি তাঁর বান্দার সুন্দর অবস্থাকে ভালবাসেন। তাই-ই যদি হয়ে থাকে তবে এটা বলা অনুচিত হবে না যে, প্রত্যেক বস্তু বা সৃষ্টিকে তার নিজ নিজ অবস্থানে সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন। কেউ যদি আল্লাহর সৃজিত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে কোনরূপ পরিবর্তন, পরিবর্ধন করে তবে তাতে তার সৌন্দর্য বৃদ্ধি না হয়ে সৌন্দর্য হানি ঘটে। এটা আল্লাহ তা'আলার প্রতিটি সৃষ্টির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

আর আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি বস্তুর প্রাকৃতিক চেহারার মধ্যে কিছু হিকমত রেখে দিয়েছেন, যার ব্যতিক্রম করা হলে আল্লাহ তা'আলার সেই হিকমত বিদূরিত হয়। তবে হ্যাঁ, পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের অনুমতি দিয়েছেন এমন বিষয় এ হতে স্বতন্ত্র।

আলোচ্য দাড়ি ও গোঁফ উভয়ের ক্ষেত্রেও এ কথা যথারীতি প্রযোজ্য। মহা বিজ্ঞানময় আল্লাহ তা'আলা মানবজাতির পুরুষদের চেহারায় দাড়ি ও গোঁফ দিয়েছেন এবং তাঁর প্রেরিত দূত মুহাম্মাদ (ﷺ) এর মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন এ দু'টি বিষয়ের বিধান কী হবে। অর্থাৎ দাড়ি পূর্ণমাত্রায় হস্ত

---

১. সহীহ মুসলিম হাঃ ৯১

ক্ষেপমুক্ত ও লম্বা রাখা এবং গোঁফ কেটে ছোট রাখার বিধান দিয়েছেন। অতএব বুঝতে হবে নিশ্চয়ই এতেই প্রকৃত সৌন্দর্য ও হিকমত নিহিত রয়েছে। কেউ এই নীতির বিপরীত করে দাড়িতে হস্তক্ষেপ করে কাট-ছাঁট করলে বা কামিয়ে ফেললে আল্লাহর সৃজিত আকৃতি ও সৌন্দর্যকে বিকৃত করা হবে যা আল্লাহর বিধানে হস্তক্ষেপ করার নামান্তর। মোদ্দা কথা আল্লাহর সাথে মাতব্বরি করা যে, হে আল্লাহ! তুমি সুন্দর চেহারায় অযথা দাড়ি গজিয়ে সৌন্দর্য নষ্ট করেছো তাই আমরাও তোমার উপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে তা কামিয়ে ফেলে ও গোঁফকে বড় করে আমাদের সৌন্দর্যকে পুনরুদ্ধার করলাম। (আল-ইয়াজুবিল্লাহ্)

আসুন! এখনও বিবাহ করিনি, বিবাহ করলে দাড়ি রেখে দেব বা কেবল তো যুবক বয়স আরেকটু বয়স হলে দাড়ি রাখা যাবে ইত্যাদি খোঁড়া ও মূর্খতাপূর্ণ এবং শয়তানী ওয়াসওয়াসাপূর্ণ কথাবার্তা পরিহার করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জারিকৃত শরীয়তের বিধানের কাছে পূর্ণরূপে আত্মসমর্পন করে পূর্ণাঙ্গ মুসলমান হওয়ার চেষ্টা করি। কেননা, আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীমে বলেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱدْخُلُوا فِي ٱلسِّلْمِ كَآفَّةً ص وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ ط إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (٢٠٨)

"হে মু'মিনগণ! ইসলামের মধ্যে পূর্ণভাবে প্রবেশ কর এবং শায়ত্বনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলো না, নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"

(সূরা ২: বাক্বারা-২০৮)

আল্লাহ আমাদের সকলকে হিদায়াত দান করুন। আমীন!

মানুষ মাত্রেরই ভুল হয়। তাই অনুবাদে কোন প্রকার প্রমাদ পরিলক্ষিত হলে অবগত করবেন। পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনের ব্যবস্থা নেয়া হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ তা'আলা এ বইটিকে আমার, আমার মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজন, পরিবার-পরিজনসহ সকল মুসলমানের পরকালের মুক্তির দিশারী বানিয়ে দিন। আমীন!

মুহাম্মাদ আল-আমীন বিন ইউসুফ

৭/৬/২০১৪, রবিবার

সূচীপত্র

مقدمة الكتاب

ভূমিকা

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য যাবতীয় প্রশংসা যিনি সবকিছুকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তার সৃষ্টিকে সুষম করেছেন। মানুষকে পুরুষ ও নারী এ উভয় জাতিতে বিভক্ত করেছেন। তারপর নারী জাতিকে (লম্বা) চুল ও পুরুষ জাতিকে দাড়ি দিয়ে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছেন। শান্তি বর্ষিত হোক (মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'র উপর যিনি নূর ও সুস্পষ্ট হিদায়েত নিয়ে এসেছেন। যার নূর মধ্যাহ্নসূর্যের ন্যায় বিকাশমান। আরও শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর পরিবারবর্গ, সহচরবৃন্দ, মুত্তাকী এবং বিভিন্ন শহর ও দেশের সৎকর্মশীল ব্যক্তিবর্গ যারা তাদেরকে অনুসরণ করেছেন তাদের উপর।

দাড়ি মুণ্ডন বা কামানো অত্যন্ত ঘৃণিত ও নিকৃষ্ট আচরণ এবং মারাত্মক গুনাহের কাজ। সহীহ হাদীসসমূহ এবং চার মাযহাবের গ্রন্থসমূহ থেকে তা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়।

যাবতীয় গুণগান আল্লাহর জন্য যে, একটি নেক পরিবারে জন্মলাভ এবং সৎকর্মশীলদের পরিচর্যায় লালিত-পালিত হওয়ার কারণে জন্মলগ্ন থেকে দাড়ি মুণ্ডন ও খাট করাকে আমি অত্যন্ত ঘৃণা করতাম। আমার বেড়ে ওঠা ছিল একদল কামিল উসতাদ এবং প্রসিদ্ধ আল্লাহ ওয়ালা আলিমগণের তত্ত্বাবধানে। আমি দেখেছি যে ভারতবর্ষের সাধারণ, অসাধারণ নির্বিশেষে সবাই অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে দাড়ি রাখতেন। এমনকি দাড়ি মুণ্ডন করে অথবা খাট করে এমন ইমামের পশ্চাতে সাধারণ মুসল্লীগণ সলাত আদায় করতেন না- যদিও তারা নিজেরাই দাড়ি মুণ্ডন করতেন।

অতঃপর দীর্ঘদিন অতিবাহিত হয়েছে, হিন্দুস্তানের লোকেরা আফ্রিকার ফিরিঙ্গী জাতিদের স্বভাব চরিত্র গ্রহণ করে নিজেদেরকে তাদের ঢঙ্গে সাজানোর চেষ্টা করছে। তারা চাল-চলন, বেশভূষা, আহার-বিহার ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহুদী খৃষ্টানদের চরিত্রে চরিত্রবান হয়ে তাদের বরাবর হতে চলেছে। আমি যখন আমার দৃষ্টি প্রসারিত করি তখন দেখতে পাই- আরব-অনারব, ধনী-গরীব, যুবক-বৃদ্ধ, পুরুষ-নারী নির্বিশেষে সকল জাতি-গোষ্ঠীর লোকেরা ইসলামের শত্রুদের রীতি-নীতি গ্রহণ করেছে। আর একমাত্র খাঁটি মু'মিনগণই এমন কাজ থেকে বিরত আছে। এদের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য।

আমি অত্যন্ত বিস্মিত হই ঐ সকল মুসলমানদের আচরণে যারা নিজেদেরকে নাবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উম্মত বলে দাবী করে অথচ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর চেহারা-সুরতকে ভালবাসেনা। তাই তারা তাদের দাড়ি মুণ্ডন করে। তাদের অবস্থা হচ্ছে: তারা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে কথায় ও কাজে অনুসরণ করে না।

সবচেয়ে বড় আফসোসের কথা হচ্ছে- মুসলমানদের মধ্যে সুন্নাত থেকে সরে যাওয়ার প্রবণতা এমন মহামারী ব্যাধির রূপ নিয়েছে- কুরআনের বাহক, হাদীসের চর্চাকারী, ইসলামের দিকে মানুষকে দাওয়াত দানকারী ব্যক্তিবর্গের দিকে লক্ষ্য করলে আমরা দেখি যে, তারা চলাফেরা, উঠা-বসা, আচরণে, রঙে-ঢঙে আফ্রিকার ফিরিঙ্গি জাতির স্বভাব চরিত্রকে ভালবেসে গ্রহণ করে নিয়েছে। শুধু তাই নয়, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অনুসরণ পরিত্যাগ করে ঐসব ধ্বংসাত্মক রীতি-নীতির মধ্যে মুসলমান তাদের উন্নতি, সম্মান ও মর্যাদা রয়েছে বলে মনে করছে।

অতএব হে মু'মিন ভ্রাতৃমণ্ডলী! আপনি আল্লাহর শপথ করে বলুন যে, মানুষ কি আল্লাহর শত্রুদের চরিত্রে চরিত্রবান হয়ে আল্লাহর নিকট সম্মানিত হতে পারে? কক্ষনো না, কাবার প্রভুর শপথ! তা হতে পারে না।

الَّذِيْنَ يَتَّخِذُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۭ اَيَبْتَغُوْنَ عِنْدَھُمُ الْعِزَّةَ فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ۝

যারা মু'মিনদেরকে ছেড়ে কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তারা কি তাদের নিকট ইয্যত চায়? ইয্যতের সবকিছুই আল্লাহ্র অধিকারে।

(সূরা নিসা ৪:১৩৯)

আমাদের জন্য উমার (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর সে কথার মধ্যে কি কিছুই নেই যা তিনি আমীনুল উম্মাহ আবূ উবায়দাহ বিন জাররাহকে শামে সফরে যাওয়ার প্রাক্কালে বলেছিলেন, "আমরা ছিলাম অত্যন্ত লাঞ্ছিত ও হেয় এক জাতি। আল্লাহ আমাদেরকে ইসলামের দ্বারা সম্মানিত ও মর্যাদাবান করেছেন। অতএব আমরা কী করে আল্লাহ তা'আলা যে বস্তু দিয়ে আমাদের সম্মানিত করেছেন তা ব্যতীত অন্য বিষয়ে মর্যাদা কামনা করতে পারি? এ হাদীসটি ইমাম হাকিম তাঁর মুসতাদরাক গ্রন্থে ঈমান পর্বে বর্ণনা করেছেন এবং বুখারী-মুসলিমের শর্তভিত্তিক সহীহ বলেছেন। ইমাম

যাহাবীও একে সমর্থন করেছেন। তাঁর অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে: উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, "আমরা এমন এক জাতি যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা ইসলামের দ্বারা সম্মানিত করেছেন। অথচ আমরা ইসলাম ব্যতীত অন্যত্র সম্মান ও মর্যাদা খুঁজে ফিরছি।

উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সত্যই বলেছেন, মুসলমান যখন আল্লাহ তা'আলার দেয়া ইসলামের সৌন্দর্যে সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়েছিল তখন তারা গোটা বিশ্বে সম্মানিত ও মর্যাদাবান ছিল। বিশ্ববাসী তাদেরকে সম্মান করতো এবং প্রচণ্ড প্রভাবশালী ব্যক্তিরাও মুসলমানদের নিকট অবনত ছিল। অতঃপর মুসলমানরা যখন শত্রুদের প্রতি ঝুঁকে পড়ে তাদের অভ্যাস ও আচরণকে ভালবাসতে লাগলো, তাদেরকে অন্ধভাবে অনুসরণ করতে লাগল তখনই তারা তাদের কাছে দুর্বল ও হীনতর হয়ে পড়লো। যেমন আমরা বর্তমানে দেখতে পাচ্ছি। আর এটা অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই।

দাড়ি কামানোর এ পাপের কাজটি এমনই প্রসার লাভ করে ব্যাপক আকার ধারণ করেছে যে, কতক উলামা-মাশায়েখ, তাফসীর, হাদীস ও ইসলামী জ্ঞান শিক্ষার্থীদেরকেও আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ছাত্রদের ন্যায় দাড়ি মুণ্ডন ও কর্তন করতে দেখা যায়। إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ

এটা এক ভয়ানক বিপজ্জনক ব্যাপার! যা থেকে এ ধরনের লোকেদেরকে অবশ্যই বেরিয়ে আসতে হবে।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, দাড়ি কর্তনকারী এসব ব্যক্তি পাপী এবং তারা বরং আল্লাহর সাথে সীমালংঘনে বড় বাড়াবাড়ি করছে। তারা এ বিষয়ে অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হবে।

আল্লাহ তা'আলা এসব লোককে এহেন কর্মকাণ্ড থেকে ফিরে আসার মতো হিদায়াত ও তাওবাহ করার তাওফীক দান করুন। আর আল্লাহ তাদের এমন সত্যের দিকে ফিরিয়ে আনুন যে সত্যের মাঝে সামনে-পেছনে কোনো দিক হতেই বাতিল প্রবেশ করতে পারে না।

১৩৯৩ হিজরীর পর যখন মাদীনাহ হতে সাহারানপুর সফর করলাম তারপর থেকে দাড়ি কর্তন আমার নিকট আরো অপছন্দনীয় মনে হতে লাগলো। অতঃপর দাড়ি কর্তন বা মুণ্ডনের প্রতি আমার বিতৃষ্ণা আরো বেড়ে গেল। এর কারণ হচ্ছে: এটা অত্যন্ত বড় পাপের কাজ।

শায়খুল ইসলাম ইমাম রব্বানী হুসায়ন আহমাদ মাদানী (আল্লাহ তা'আলা তাঁর কবরকে আলোকিত করুন) তাঁর শেষ জীবনে এ পাপের

কাজকে অত্যন্ত ঘৃণা করতেন। তাঁর এ ঘৃণাটা আমার মনে দু'টি কারণে গভীরভাবে রেখাপাত করে।

প্রথমতঃ গুনাহ কয়েক ধরনের হয়ে থাকে যেমন- জিনা, লাওয়াতাত (পুং মৈথুন) মদ্যপান ইত্যাদি। কিন্তু কোনো মানুষ যখন এসব কাজে লিপ্ত থাকে তখনই কেবল সে পাপে লিপ্ত থাকে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিম্নোক্ত হাদীসের মাধ্যমে তাঁর ইঙ্গিত দিয়েছেন:

لَا يَزْنِي الزَّانِيْ حِيْنَ يَزْنِيْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ حِيْنَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ.

যখন কোনো জিনাকারী জিনায় লিপ্ত থাকে তখন সে মু'মিন থাকে না (অর্থাৎ ঈমান থাকে না), যখন কেউ চুরি করে তখন সে মু'মিন থাকে না এবং যখন কেউ মদ্য পান করে তখন সে মু'মিন থাকে না।[২]

قَالَ عِكْرِمَةُ قُلْتُ لِاِبْنِ عَبَّاسٍ كَيْفَ يُنْزَعُ الْإِيمَانُ مِنْهُ قَالَ هَكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ثُمَّ أَخْرَجَهَا فَإِنْ تَابَ عَادَ إِلَيْهِ هَكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ

ইকরিমাহ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে বললাম, পাপী থেকে কিভাবে ঈমান দূর হয়ে যায়? তিনি বললেন, এভাবে- এই বলে নিজের এক হাতের আঙ্গুল আরেক হাতের আঙ্গুলের মাঝে প্রবেশ করিয়ে আবার বের করলেন। অতঃপর বান্দা যখন তাওবা করে ঈমান আবার এভাবে ফিরে আসে। এই বলে হাতের আঙ্গুলসমূহ আবার প্রবেশ করালেন।[৩]

এরকমভাবে পাপের কাজ শেষ করলে পাপ হওয়াও বন্ধ হয়ে যায়। অন্যদিকে দাড়ি মুণ্ডন ও কর্তন এমনই এক পাপের কাজ যার পাপ সর্বদাই হতে থাকে। কেননা, শরীয়তের নির্দেশ মোতাবেক দাড়ি প্রত্যেক মু'মিনের মুখে সবসময়ের জন্যই হস্তক্ষেপবিহীন এবং সর্বদাই লম্বা রাখা ওয়াজিব। অতএব যখন সে শরীয়তের নির্দেশের ব্যতিক্রম করেছে তখন সে তাওবা করে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নির্দেশ মোতাবেক দাড়ি লম্বা না রাখা পর্যন্ত এই পাপ কাজে লিপ্ত থাকবে।

---

২. বুখারী হাঃ ৬৮১০ ও মুসলিম হাঃ ৫৭

৩. বুখারী হাঃ ৬৮০৯

দাড়ি কর্তনকারী সলাত আদায়, সিয়াম পালন, হজ্জ ও উমরা ইত্যাদি যাবতীয় ইবাদতের সময় এমনকি ঘুমানো, খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদির সময়ও পাপে লিপ্ত থাকে। সে পাপ করতে ইচ্ছে করুক বা না করুক দাড়ি কর্তন করা বিরতিহীন পাপ কাজের কারণ হওয়াতে সে সর্বদাই পাপে নিমজ্জিত থাকে।

দ্বিতীয়তঃ এটা জানা কথা যে, দাড়ি কর্তিত চেহারা রাসূল (ﷺ)কে রাগান্বিত করে। যখন দাড়ি কর্তনকারী কোনো ব্যক্তি মারা যাবে এবং তাকে দাফন করা হবে তখন রাসূল (ﷺ) এর রাগ উদ্রেককারী চেহারা নিয়ে কিভাবে তাঁর সাথে কবরে সে সাক্ষাৎ করবে।

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, কবরে মৃত ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করা হবে, এ ব্যক্তি [রাসূল (ﷺ)] সম্পর্কে তুমি কী বলতে? কতক হাদীসের ভাষ্যকার বলেন, সে সময় কেবল রাসূল (ﷺ) এর চেহারা উপস্থাপন করা হবে।[৪]

এসব কারণে আমি দাড়ি সম্পর্কে একটি ছোট গ্রন্থ রচনা করতে মনস্থ করি যাতে আমি দাড়ি সম্পর্কিত রাসূল (ﷺ) হতে বর্ণিত যাবতীয় হাদীস, তাঁর সাহাবাদের আষার এবং চতুষ্টয় মাযহাবের ফকীহগণের ফাতাওয়া একত্রিত করবো।

অতঃপর যখন আমি হিযাযে পৌঁছলাম তখন ১৩৯৫ হিজরী ২৯ জুলহিজ্জা বুধবার মাসজিদে নববীতে যুহর সলাতের পর বইটি লেখা আরম্ভ করলাম। আল্লাহ তা'আলার অশেষ মেহেরবানীতে ১৩৯৬ হিজরীর ৫ সফর তারিখে বইটি লেখার কাজ শেষ হয়। বইটি লেখার ৪ বছর পর আল্লাহ তা'আলা আমার অন্তরে এ চিন্তার উন্মেষ ঘটালেন যে, বইটি আরবি ভাষায় অনুবাদ করা দরকার যাতে এ বিষয়ে আরবি ভাষাভাষী লোকেরাও উপকৃত হয়। কেননা, আরবের লোকেরাই হচ্ছে সবচেয়ে সম্মানিত ও মর্যাদাবান জাতি ও বিভিন্ন মাসআলা বিষয়ে বিশ্বের লোকজন তাদেরকেই অনুসরণ করে থাকে এবং আরবীয়দের সাথে শেষ নবী মুহাম্মাদ (ﷺ) এর বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। আর তাছাড়া তারা সেই পবিত্র ভূমির বাসিন্দা যেখানে আল্লাহ তা'আলা ওয়াহী প্রেরণে ধন্য করেছিলেন। কিন্তু বিভিন্ন সমস্যা ও অসুস্থতার কারণে আমার পক্ষে এ কাজটি দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। তাই আমি স্নেহের মৌলবী মুহাম্মাদ আশিক এলাহী বারানী (হাফিজাহুল্লাহ) কে এর অনুবাদ করার নির্দেশ দেই। কেননা, এ বইটি আমি উর্দূ ভাষায়

---

৪. এটা দু' অভিমতের এক অভিমত যা কাসতালানী প্রণীত বুখারীর ভাষ্যগ্রন্থে রয়েছে।

রচনা করেছিলাম। অতঃপর আকাঙ্ক্ষানুযায়ী সে খুব সুন্দরভাবে অনুবাদ করে। আমি এর অনুবাদ শ্রবণ করি এবং তা আমার কাছে খুব ভাল লাগে। আমি আশা করি, মুসলিম ভ্রাতৃমণ্ডলী এ ক্ষুদ্র গ্রন্থটিকে অত্যন্ত চিন্তা-ভাবনা ও মনোযোগের সাথে আমলের নিয়তে এবং আল্লাহ ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নির্দেশ বাস্তবায়নের লক্ষে অধ্যয়ন করবে। আর এটাও চিন্তা করবে যে, এটা আখিরাতে কী উপকার দিবে এবং তারা দুনিয়ার জীবনকে অগ্রাধিকার দেয়া হতে বিরত থাকবে। কেননা, দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী। অধিকন্তু আখিরাতে তো কেবল আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি ভালবাসা, নেক আমল সম্পাদন এবং মন্দ, নিষিদ্ধ ও পাপ কর্ম হতে বিরত থাকাই উপকারে আসবে। এক্ষেত্রে আমাদের সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে, শরীয়তের নির্দেশ অমান্য করে কোনো ব্যক্তির পক্ষে দাড়ি মুণ্ডন করা যেমন হারাম, অনুরূপ কোনো ব্যক্তি অন্য কাউকে দাড়ি মুণ্ডন বা কেটে দেয়াও হারাম। অনুরূপভাবে কোনো নাপিতের উচিত হবে না, বিজাতীয় ধাঁচে কোনো মুসলমানের চুল কেটে দেয়া। কেননা, এতে পাপ ও অন্যায় কাজে সহায়তা করা হয় যা হারাম।

আমি অনেক নাপিতকে দেখেছি, তারা জীবিকা উপার্জনের জন্য মাথা ন্যাড়া করে দেয় এবং চুল ছোট করে দেয়। কিন্তু পাপের কথা চিন্তা করে উপার্জন কম হওয়ার আশঙ্কা সত্ত্বেও তারা কারো দাড়ি কেটে বা মুণ্ডন করে দেয় না। তারা যে কোনো অবস্থাতেই হোক না কেন দাড়ি কেটে দেয়া হতে বিরত থাকে। আল্লাহ তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দান করুন এবং আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের তাওফীক দিন।

আমার এ গ্রন্থটি দু' অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হাদীস এবং তা থেকে গৃহীত মাসআলা বর্ণিত হয়েছে।

আর দ্বিতীয় অধ্যায়ে এর বিরোধিতাকারীদের প্রতি উত্তর প্রদান ও তাদের যুক্তি খণ্ডন করা হয়েছে। সেই আল্লাহর জন্যই যাবতীয় প্রশংসা যিনি আমাদেরকে তাঁর প্রিয় হাবীব মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উম্মত হওয়ার সৌভাগ্য দান করেছেন।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট কিয়ামত পর্যন্ত বিশ্বের সকল জনপদ ও শহরের বাসিন্দাদের জন্য হিদায়াত ও ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি অতি দয়াশীল।

যাকারিয়া কান্ধলবী
১৫/৪/১৪০০ হিজরী

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

প্রথম অধ্যায়

في الأحاديث النبوية ﷺ مع شرحها وبيان ما يستنبط منها

দাড়ি প্রসঙ্গে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাদীস, তার ব্যাখ্যা এবং তা থেকে উদ্ভূত মাসয়ালা-মাসায়েল

(إعفاء اللحية وقص الشارب من الفطرة)

দাড়ি লম্বা রাখা ও গোঁফ কাটা প্রকৃতিগত স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ :«عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ : قَصُّ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، وَالسِّوَاكُ وَالْاِسْتِنْشَاقُ بِالْمَاءِ، وَقَصُّ الْأَظْفَارِ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَنَتْفُ الْإِبْطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ» قَالَ زَكَرِيَّاءُ قَالَ مُصْعَبٌ وَنَسِيْتُ الْعَاشِرَةَ إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ الْمَضْمَضَةَ. زَادَ قُتَيْبَةُ قَالَ وَكِيْعٌ انْتِقَاصُ الْمَاءِ يَعْنِىْ الْاِسْتِنْجَاءَ.

আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত: দশটি কাজ প্রকৃতিগত স্বভাবের অন্তর্ভুক্তঃ গোঁফ বা মোছ খাটো করা, পূর্ণ দাড়ি রাখা, মিসওয়াক করা, পানি দিয়ে নাক ঝাড়া, নখ কাটা, নাক ও কানের ছিদ্র এবং আঙ্গুলের গিরাসমূহ ধোয়া, বগলের লোম উপড়ানো, নাভির নিচের লোম কাটা এবং পানি দ্বারা সৌচ কার্য করা।

যাকারিয়া (উক্ত হাদীসের এক রাবী) বলেন: মুসআব বলেন, দশম কাজটির কথা আমি ভুলে গেছি। সম্ভবতঃ সেটি কুলি করা। ওয়াকী‘ বলেন, انْتِقَاصُ الْمَاءِ অর্থ ইসতিনজা করা।[৫]

---

৫. মুসলিম হাঃ ২৬১ ও আবূ দাঊদ হাঃ ৫৩

সুনান আবূ দাঊদের ভাষ্য বাযলুল মাজহূদের ভাষ্যকার উক্ত হাদীসের عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ এর ব্যাখ্যায় বলেন, এগুলো হচ্ছে ঐসব নাবীগণের অভ্যাসগত কাজ যাদের অনুসরণ করার জন্য আমরা আদিষ্ট হয়েছি। যথা-

আল্লাহ তা'আলা বলেন, أُولَئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ

'ওরা হল তারা যাদেরকে আল্লাহ হিদায়াত দান করেছিলেন, তুমি তাদের পথ অনুসরণ কর।' (সূরা আল-আনআম ৬: ৯০)

আমাদেরকে এ স্বভাবের উপরই সৃষ্টি করা হয়েছে। অধিকাংশ আলিম হতে এরূপই বর্ণিত হয়েছে। অথবা এর উদ্দেশ্য হচ্ছে- এটা ইবরাহীম (আলায়হিস সালাম) এর সুন্নাত। অথবা এর উদ্দেশ্য হচ্ছে- যার উপর ভিত্তি করে সুস্থ-স্বাভাবিক ও উত্তম চরিত্রকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর এটা তাদের জ্ঞানে সুন্দর করে দেয়া হয়েছে, যা অতি স্পষ্ট। অথবা ফিতরাত অর্থ দ্বীন (ইসলাম)। যেমন-

আল্লাহ তা'আলা বলেন, فِطْرَتَ اللهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا

'এটাই আল্লাহ্‌র প্রকৃতি, যে প্রকৃতি তিনি মানুষকে দিয়েছেন।

(সূরা আর-রূম ৩০: ৩০)

অর্থাৎ এমন দ্বীন-ধর্ম যা আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্য সর্বপ্রথম মনোনীত করেছেন। আর এর সকল কাজ দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত বিষয়। এখানে সম্বন্ধ পদকে বিলুপ্ত করা হয়েছে। ফলে এর অর্থ হবে- দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত দশটি বিষয়।

وَالْمُرَاد بِالْفِطْرَةِ فِيْ حَدِيْثِ الْبَاب أَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاء إِذَا فُعِلَتْ اِتَّصَفَ فَاعِلهَا بِالْفِطْرَةِ الَّتِيْ فَطَرَ اللهُ الْعِبَادَ عَلَيْهَا وَحَثَّهُمْ عَلَيْهَا وَاسْتَحَبَّهَا لَهُمْ لِيَكُوْنُوْا عَلَى أَكْمَل الصِّفَاتِ وَأَشْرَفهَا صُوْرَة

হাফিয ইবনু হাজার (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) ফাতহুল বারীতে আবূ শামাহ হতে নকল করে লিখেছেন, এ বিষয় সম্বলিত হাদীসে ফিতরাত-এর অর্থ হচ্ছে, যখন এ সকল কাজ সম্পাদন করা হবে তখন এর সম্পাদনকারী আল্লাহ তা'আলা যে স্বভাবধর্মের উপর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, যে স্বভাব গ্রহণের

জন্য উৎসাহিত করেছেন এবং যে সব স্বভাবজনিত কাজকে তাদের জন্য মুস্তাহাব করেছেন সেই স্বভাবে গুণান্বিত হলো। যাতে করে মানুষ পরিপূর্ণ প্রকৃতিগত স্বভাবের গুণে গুণান্বিত হয়ে সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ আকৃতি ধারণ করতে পারে।

وَقَدْ رَدَّ الْقَاضِي الْبَيْضَاوِيّ الْفِطْرَة فِي حَدِيث الْبَاب إِلَى مَجْمُوع مَا وَرَدَ فِي مَعْنَاهَا وَهُوَ الِاخْتِرَاع وَالْجِبِلَّة وَالدِّين وَالسُّنَّة فَقَالَ : هِيَ السُّنَّة الْقَدِيمَة الَّتِي اِخْتَارَهَا الْأَنْبِيَاء وَاتَّفَقَتْ عَلَيْهَا الشَّرَائِع ، وَكَأَنَّهَا أَمْر جِبِلِّيّ فُطِرُوا عَلَيْهَا اِنْتَهَى

হাফিয ইবনু হাজার (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) আরো বলেন, কাযী বায়যাবী এ হাদীসে উল্লেখিত ফিতরাত যে সব অর্থ প্রদান করতে পারে, যেমন উদ্ভাবন, প্রকৃতিগত বা জন্মগত স্বভাব, দ্বীন, সুন্নাত ইত্যাদি সকল অর্থ হতে প্রত্যাবর্তন করে সবশেষে যে অর্থের কথা বলেছেন, তা হচ্ছে- ফিতরাত এমন কতক প্রাচীন প্রকৃতিগত আচরণ বা কাজ যা নাবী (আলায়হিমুস সালাম)গণ গ্রহণ ও চয়ন করেছেন এবং শারীআত যার উপর একমত। আর এসব কাজ যেন এমনই প্রকৃতিগত কাজ যে, এসব কাজ তাঁদের স্বভাবে পরিণত করে দেয়া হয়েছে।

الأمر بإعفاء اللحية وإحفاء الشوارب

দাড়ি লম্বা রাখা ও গোঁফ খাট করার নির্দেশ

ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) তাঁর সহীহ্ বুখারী গ্রন্থে বর্ণনা করেন,

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ انْهَكُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى

আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: 'তোমরা গোঁফ খুব ছোট রাখবে এবং দাড়ি ছেড়ে দিবে (লম্বা করবে)।'[৬]

৬. বুখারী হাঃ ৫৮৯৩

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ « جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَأَرْخُوا اللِّحَى خَالِفُوا الْمَجُوْسَ ».

আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমরা গোঁফ কেটে ফেল এবং দাড়ি লম্বা কর। আর (এভাবেই) তোমরা অগ্নিপূজকদের বিরুদ্ধাচরণ কর।[৭]

عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَحْفُوْا الشَّوَارِبَ وَاعْفُوا اللِّحَى وَلَا تَشَبَّهُوْا بِالْيَهُوْدِ)

আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: তোমরা গোঁফ খুব খাটো রাখবে ও দাড়ি লম্বা রাখবে এবং ইয়াহুদীদের সাদৃশ্য গ্রহণ করবেনা।[৮]

ইবনু মাহানের বর্ণনায় এসেছে: أرجوا, ইমাম বুখারীর বর্ণনায় এসেছে: وفروا اللحى

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, এ সম্পর্কে পাঁচ ধরনের শব্দ বর্ণিত হয়েছে। যথা, أعفوا، أوفوا، أرخوا، أرجوا، وفروا যাদের প্রত্যেকটির অর্থ ছেড়ে দেয়া।

অনেক বিদ্বান إعفاء এর অর্থ করেছেন, الإكثار তথা বৃদ্ধিকরণ, বর্ধিতকরণ। হাফিয ইবনু হাজার ফাতহুল বারীতে ইবনু দাকীকিল ঈদ হতে নকল করে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে- বৃদ্ধি বা বর্ধন, বৃদ্ধিকরণ। কেননা, إعفاء এর বাস্তব প্রয়োগ হচ্ছে ছেড়ে দেয়া, আর ছেড়ে দেয়া বর্ধিতকরণকে আবশ্যক করে।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ أَمَرَ بِإِحْفَاءِ الشَّوَارِبِ وَإِعْفَاءِ اللِّحْيَةِ.

ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণনা করেন, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গোঁফ কেটে ফেলা ও দাড়ি লম্বা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।[৯]

---

৭. মুসলিম হাঃ ২৬০

৮. তাহাবী

৯. মুসলিম হাঃ ২৫৯

এসকল বর্ণনা এটাই প্রমাণ করে যে, দাড়ি লম্বা রাখা ইসলামে নির্দেশকৃত বিষয় এবং লম্বা রাখার মানে হলো- ছেড়ে দেয়া, বড় করা, ঝুলিয়ে দেয়া ইত্যাদি। প্রকাশ থাকে যে, কোনো বিষয় পালনের জন্য أمر তথা নির্দেশসূচক শব্দ ব্যবহার করা হলে তা ওয়াজিব হয়ে যায় যতক্ষণ পর্যন্ত ওয়াজিব হতে প্রত্যাবর্তন করার মতো কিছু বর্ণিত না হয়। তাছাড়া রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং সাহাবা কিরাম (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম) আজীবন হস্তক্ষেপমুক্ত পূর্ণ দাড়ি রেখেছেন। তাদের কারো থেকে এ কথা বর্ণিত হয়নি যে, তাদের কেউ দাড়ি মুণ্ডন করেছেন বা এক মুষ্ঠির কম রেখে কেটেছেন। সুতরাং সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, দাড়ি লম্বা রাখা ওয়াজিব।

كان النبي ﷺ كث اللحية

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দাড়ি মুবারাক ঘন ছিল

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দাড়ি লম্বা রাখার নির্দেশ দিতেন এবং তাঁর দাড়ি মুবারাক লম্বা ছিল যা কয়েকটি হাদীসের মাধ্যমে জানা যায়। যেমন-

বুখারী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) ও আবূ দাঊদ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বর্ণনা করেন-

عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ قُلْنَا لِخَبَّابٍ أَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَالَ نَعَمْ قُلْنَا بِمَ كُنْتُمْ تَعْرِفُوْنَ ذَاكَ قَالَ بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ

আবূ মা'মার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা খাব্বাব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কি যুহর ও আসর সলাতে তিলাওয়াত করতেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমরা বললাম, আপনি তা কী করে জানলেন? বললেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দাড়ির কম্পন দেখে।[১০]

এ হাদীসের শব্দ বুখারীর। আর আবূ দাঊদের বর্ণনায় রয়েছে:

عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ ﷺ قَالَ قُلْنَا لِخَبَّابٍ هَلْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَالَ نَعَمْ. قُلْنَا بِمَ كُنْتُمْ تَعْرِفُوْنَ ذَاكَ قَالَ بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ

১০. বুখারী হাঃ ৭৪৬

আমরা বললাম, আপনারা কিভাবে তা জানতেন? বললেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দাড়ির কম্পন দেখে (অর্থাৎ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দাড়ির কম্পন দেখে আমরা বুঝতাম, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তিলাওয়াত করছেন)।

ইমাম আবূ দাঊদ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বর্ণনা করেন,

عَنْ أَنَسٍ ﷺ يَعْنِي ابْنَ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَأَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ فَخَلَّلَ بِهِ لِحْيَتَهُ

আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন ওযূ করতেন তখন এক অঞ্জলি পানি নিয়ে চোয়ালের নিচে দিয়ে তা দিয়ে খিলাল করলেন এবং বললেন, আমার প্রভু আমাকে এভাবে করতে নির্দেশ করেছেন।

ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেন:

عَنْ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ ﷺ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَدْ شَمِطَ مُقَدَّمُ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ وَكَانَ إِذَا ادَّهَنَ لَمْ يَتَبَيَّنْ وَإِذَا شَعِثَ رَأْسُهُ تَبَيَّنَ وَكَانَ كَثِيرَ شَعْرِ اللِّحْيَةِ

জাবির বিন সামুরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মাথার সামনের দিকের কিছু চুল এবং দাড়ি পাকতে শুরু করেছিল। যখন তিনি তেল মাখতেন তখন তা প্রকাশ পেত না। আর যখন চুল এলোমেলো থাকতো তখন তা প্রকাশ পেতো এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দাড়ি খুব বেশি ছিল।

ইমাম তিরমিযী তাঁর শামায়েল গ্রন্থে ইবনু আবূ হালাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আকৃতির বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন:

كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَثُّ اللِّحْيَةِ

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দাড়ি ছিল ঘন।

كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَظِيْمُ اللِّحْيَةِ

রাসূল (ﷺ) ছিলেন অধিক দাড়ির অধিকারী

ইবনুল যাওযী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) তাঁর 'আল-ওয়াফা বি আহওয়ালিল মুস্তফা' গ্রন্থে আলী বিন আবূ তালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَظِيْمُ اللِّحْيَةِ

রাসূল (ﷺ) ছিলেন অধিক দাড়িবিশিষ্ট।

عَنْ أُمِّ مَعْبَدٍ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَثِيْفُ اللِّحْيَةِ.

উম্মু মা'বাদ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ঘন দাড়িবিশিষ্ট ছিলেন।

অতএব এসব সুস্পষ্ট বর্ণনা হতে প্রমাণিত হয়, দাড়ি লম্বা করার নির্দেশ শরীয়তের স্বাভাবিক প্রকৃতিগত নির্দেশ যার উপর মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এ সুন্নাত ইসলাম নির্দেশিত ও নাবী (আলায়হিমুস সালাম)গণের সুন্নাত। এমন কোনো নাবী বা সৎ লোকের সম্পর্কে এরূপ বর্ণনা পাওয়া যায় না যে, তাঁরা দাড়ি কেটেছেন বা মুণ্ডন করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি দাড়ি মুণ্ডন করবে বা এক মুষ্ঠির কম রেখে কাটবে সে যে প্রকৃতির উপর সৃজিত হয়েছে তার ব্যতিক্রম করবে। দাড়ি মুণ্ডন করা ফাসিক সম্প্রদায়ের রীতিনীতিকে গ্রহণ এবং নাবীগণের সুন্নাত থেকে সরে যাওয়ার নামান্তর।

تغيير خلق الله

আল্লাহর সৃষ্টির পরিবর্তন

দাড়ি মুণ্ডন আল্লাহর তা'আলার সৃষ্টিতে এক প্রকার পরিবর্তন বিশেষ। আল্লাহ্ তা'আলা সূরা নিসায় শয়তান সম্পর্কে এরশাদ করেন,

وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ اٰذَانَ الْاَنْعَامِ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ ط

তাদেরকে অবশ্য অবশ্যই বহু প্রলোভন দেব এবং তাদেরকে অবশ্য অবশ্যই নির্দেশ দেব, ফলে তারা জন্তু-জানোয়ারের কান ছেদন করবে,

আমি তাদেরকে অবশ্য অবশ্যই নির্দেশ দেব, ফলে তারা অবশ্য অবশ্যই আল্লাহ্‌র সৃষ্টি বিকৃত করবে। (সূরা নিসা ৪: ১১৯)

দাড়ি মুণ্ডন আল্লাহর সৃষ্টির পরিবর্তনকারী একটি বিষয় যাকে শয়তান খুব ভালবাসে এবং এর নির্দেশ প্রদান করে। এ সম্পর্কে শায়খুল মাশায়েখ হাকীমুল উম্মাহ তাহাবুনী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) তাঁর বায়ানুল কুরআন তাফসীরে বলেন, দাড়ি মুণ্ডন শয়তানের কাঙ্ক্ষিত সৃষ্টির বিকৃতিকরণের অন্তর্ভুক্ত। ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) আলকামাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণনা করে বলেন,

قَالَ لَعَنَ عَبْدُ اللهِ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ فَقَالَتْ أُمُّ يَعْقُوبَ مَا هَذَا قَالَ عَبْدُ اللهِ وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ وَفِي كِتَابِ اللهِ قَالَتْ وَاللهِ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُهُ قَالَ وَاللهِ لَئِنْ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ {وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}

সৌন্দর্যের উদ্দেশে যে সব নারী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে উল্‌কি আঁকে, যে সব নারী ভ্রূ উপড়ে ফেলে এবং যেসব নারী দাঁত সরু করে দাঁতের মাঝে ফাঁক করে- যা আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকে বদলে দেয়, তাদের উপর 'আবদুল্লাহ (ইবনু মাস'ঊদ) লা'নত করেছেন। উম্মু ইয়াকূব বলল ঃ এ কেমন কথা? 'আবদুল্লাহ বললেন ঃ আমি কেন তাকে লা'নত করব না, যাকে আল্লাহ্‌র রসূল লা'নত করেছেন এবং আল্লাহ্‌র কিতাবও। উম্মু ইয়াকূব বলল ঃ আল্লাহ্‌র কসম! আমি পূর্ণ কুরআন পাঠ করেছি, কিন্তু এ কথা তো কোথাও পাইনি। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম! তুমি যদি তা পড়তে, তবে অবশ্যই পেতে ঃ কুরআনে রয়েছে-

وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا

"রসূল তোমাদেরকে যা দেয় তা গ্রহণ কর, আর তোমাদেরকে যাথেকে নিষেধ করে তাথেকে বিরত থাক"– (সূরাহ হাশর ৫৯/৭)।[১১]

উপর্যুক্ত হাদীস হতে প্রমাণিত হলো, আল্লাহর সৃষ্টিতে পরিবর্তন করা লা'নতের কারণ। আর এটাও প্রমাণিত হলো, আল্লাহর রাসূল যা নিষেধ

১১. বুখারী হাঃ ৫৯৩৯

করেন তা আল্লাহ তা'আলা কর্তৃকও নিষেধের অন্তর্ভুক্ত- যা অতি স্পষ্ট। তবে হ্যাঁ, সুস্পষ্ট শরীয়তে যার পরিবর্তন বৈধ করা হয়েছে বা যার নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা মুনকার তথা ঘৃণিত পরিবর্তনের আওতায় পড়বে না। যেমন খাতনা করা, নাভির নিম্নাংশের চুল মুণ্ডন, নখ কর্তন ইত্যাদি।

مقدار اللحية

দাড়ির পরিমাপ

ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) তাঁর সহীহ বুখারীতে বর্ণনা করেন,

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَفِّرُوا اللِّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَجَّ أَوْ اعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ فَمَا فَضَلَ أَخَذَهُ

ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমরা মুশরিকদের বিপরীত কর। তোমরা দাড়িকে লম্বা কর এবং গোঁফকে ছোট কর। হজ্জ বা উমরাহ আদায়ের সময় ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) স্বীয় দাড়িকে এক মুষ্ঠি পর থেকে ছোট করতেন।

ইমাম হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) ফাতহুল বারীতে বলেন: উপর্যুক্ত হাদীসে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বাণী خالفوا المشركين তোমরা মুশরিকদের বিপরীত কর ও মুসলিমে আবূ হুরায়রাহ বর্ণিত, خالفوا المجوس। তোমরা অগ্নিপূজকদের বিপরীত করো।' এখানে ইবনু উমারের হাদীসের উদ্দেশ্য হচ্ছে- তাঁদের কেউ দাড়ি ছোট করতেন, আর কেউ ঝুলিয়ে দিতেন। হাফিয ইবনু হাজার উক্ত হাদীসের পরিচ্ছেদে দাড়ির পরিমাপের কথাও বলেছেন। অতঃপর তিনি বলেন, এ হতে স্পষ্ট হয়, ইবনু উমার দাড়ি কর্তন করার বিষয়কে হাজ্জের সাথে নির্দিষ্ট করেন নি বরং যে কোনো সময় লম্বায় বা পার্শ্বে দাড়ি এমনভাবে বেড়ে যায় যে তাতে চেহারার বিকৃতি ঘটে সে ক্ষেত্রকে বুঝিয়েছেন।

আল্লামা তাবারী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, এক দল আলিম উপর্যুক্ত হাদীসের প্রকাশ্য দিক বিবেচনায় দাড়িকে লম্বায় ছোট করা বা কোনো দিক হতে

কেটে দাড়ির স্থানকে ছোট করাকে মাকরূহ হওয়ার মত ব্যক্ত করেছেন। অন্য একদল আলিম মনে করেন, দাড়ি যখন এক মুষ্ঠির চেয়ে বড় হবে তখন তা কাটা যাবে। এর পক্ষে তারা ইবনু উমারের (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হাদীস পেশ করে বলেন, উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এরূপ করেছেন। তারা আরো বলেন, উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কোন এক ব্যক্তির ক্ষেত্রে এরূপ করেছেন এবং তারা আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর দিকেও ইঙ্গিত করেন, তিনিও এরূপ করেছেন।

ইমাম আবূ দাঊদ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) জাবির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে হাসান সূত্রে হাদীসে রিওয়ায়াত করেন জাবির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন,

كُنَّا نُعْفِي السِّبَالَ إِلَّا فِيْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ نَتْرُكُهُ وَافِرًا.

আমরা হাজ্জ ও উমরার সময় ব্যতীত দাড়ি লম্বা করতাম ও পূর্ণরূপে ছেড়ে দিতাম। এ বর্ণনা ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত হাদীসকে শক্তিশালী করছে। এখানে اَلسِّبَالُ শব্দটি سَبَلَةٌ এর বহুবচন। এর অর্থ দাড়ি যে পর্যন্ত লম্বা হয়। অতঃপর জাবির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ইশারা করছেন, তারা হাজ্জের সময় একটু খাট করতেন। (এখানে হাফিয ইবনু হাজারের উক্তি শেষ)

আমি বলছি, এ সম্পর্কিত বিভিন্ন অভিমত আমি মুওয়াত্তার ব্যাখ্যা গ্রন্থ আওযিযুল মাসালিক- এ বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

مذاهب الفقهاء في أخذ ما طال من اللحية

দাড়ি লম্বা করা প্রসঙ্গে ফকীহদের মতামত

জেনে রাখুন, আলিমগণ দাড়ির কতটুকু লম্বা হবে তার পরিমাণ সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন, যা মোটামুটি নিম্নরূপ-

(১) দাড়িকে তার নিজের অবস্থায় ছেড়ে দিতে হবে। কোনোরূপ হস্ত ক্ষেপ করা যাবে না। শাফিয়ী মাযহাবের লোকেরা এ মত ব্যক্ত করেছেন। ইমাম নাবাবী এ অভিমতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। আর এটা হানাফী সম্প্রদায়ের দু' অভিমতের একটি।

(২) দাড়িকে স্ব অবস্থায় রাখতে হবে, তবে উমরা ও হাজ্জের সময় ব্যতীত। এ সময়ে দাড়ির কিছু অংশ খাট করা যাবে। হাফিয ইবনু হাজার বলেন: শাফিয়ী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) হতেও অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়।

৩ এক মুষ্ঠির পরে নয় বরং কতক দাড়ি খুব লম্বা হয়ে এলোমেলো হয়ে গেলে সেগুলো কেটে ঠিকঠাক করা যাবে। এটি ইমাম মালিক (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) এর পছন্দীয় অভিমত এবং কাযী ইয়ায এ মতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

৪ এক মুষ্ঠির চেয়ে লম্বা দাড়ি এক মুষ্ঠি রেখে কাটা যাবে। এটা হানাফীদের অভিমত। দুররুল মুখতার গ্রন্থে রয়েছে: এক মুষ্ঠির কম লম্বা রেখে দাড়ি কর্তন যা পাশ্চাত্যের কতক লোক এবং হিজড়া পুরুষেরা করে থাকে- তাকে কেউ বৈধ বলেন নি। আর সম্পূর্ণ কেটে ফেলা হচ্ছে হিন্দুস্তানের ইয়াহূদ এবং অনারব অগ্নিপূজকদের কাজ।

দুররুল মুখতারে এও আছে- সুন্নাত হচ্ছে এক মুষ্ঠি দাড়ি রাখা। ইবনু আবিদীন বলেন, কোনো ব্যক্তি এক মুষ্ঠি পরিমাণ লম্বা দাড়ি রাখবে। এর চেয়ে যখন লম্বা হবে তখন অতিরিক্ত লম্বা অংশ কর্তন করবে। ইমাম মুহাম্মাদ কিতাবুল আসার-এ ইমাম আবূ হানীফা (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) হতে এরূপই বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন আমরাও তা-ই করি।

إبطال زعم الزاعمين

কতক ধারনাকারীদের ধারনার খণ্ডন

তুমি যদি আমার পেশকৃত হাদীসে ভালভাবে চিন্তাভাবনা কর তবে তুমি দেখবে যে, তা ঐসব ধারনাকারীদের ধারনাকে বাতিল করছে- যারা বলে, দাড়ি রাখার নির্দিষ্ট কোনো সীমা বা পরিমাপ নেই। বরং কেউ মাত্র ক'দিন দাড়ি কাটা ছেড়ে দেয়ার ফলে চেহারায় দাড়ি রয়েছে বলে দৃশ্যমান হলেই দাড়ি রাখা প্রসঙ্গে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নির্দেশ বাস্তবায়ন করা হবে। এটা তাদের নিজেদের এবং সকল মুসলিমের জন্য একটা ধোঁকা মাত্র। কেননা, দাড়ি লম্বা করা, ঝুলিয়ে দেয়া ও পূর্ণমাত্রায় ছেড়ে দেয়াটা যব ও ধানের গোছের মতো সামান্য কয়টা দাড়ির দ্বারা অর্জিত হয় না। বরং হাদীসের বাহ্যিক দিকে থেকে প্রমাণিত হয় যে, দাড়িকে তার নিজের অবস্থায় ছেড়ে দিতে হবে। তাতে কোনো প্রকার কাটা বা ছাঁটা চলবে না। তবে হ্যাঁ, এক মুষ্ঠির চেয়ে লম্বা হলে উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এবং আবূ হুরায়রার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আমলের অনুসরণে অতিরিক্ত অংশ কাটার অনুমতি প্রদান করি।[১২]

---

১২. এখানে লিখক أجزنا 'আমরা অনুমতি প্রদান করি' বলেছেন। তবে এখানে অনুমতির বিষয়ে বেশ কিছু বিবেচ্য বিষয় রয়েছে। কেননা, সঠিক কথা হচ্ছে- দাড়ি পূর্ণমাত্রায় লম্বা

কেননা, তাঁরা এক মুষ্ঠির অতিরিক্ত দাড়ি কাটতেন এবং নাবী ﷺ থেকে না জেনে তারা এরূপ করতেন না। কোনো সাহাবী হতে এরূপ বর্ণিত হয় নি যে, নাবী ﷺ দাড়ি কেটেছেন বা এক মুষ্ঠির অতিরিক্ত দাড়িকে ছোট করেছেন। ফলে যারা উমার, ইবনু উমার বা আবূ হুরায়রার (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) অনুসরণ করবে না তারা তাদের দাড়িকে তার স্ব অবস্থায় ছেড়ে দেয়া তা যতই লম্বা হোক না কেন, যেমন এক দল আলিম- অভিমতই গ্রহণ করেছেন। তারা যব বা ধানের গোছের মত মাত্র কয়টি দাড়ি ছেড়ে দেয়ার পক্ষে নয় এবং তারা মনে করেন, তারা রাসূল ﷺ এর দেখানো পথের উপর রয়েছেন। যেহেতু তারাই এ বিষয়ে সবচেয়ে সঠিক বুঝ বুঝেছেন। আল্লাহর কাছে দু'আ করি তিনি আমাকে এবং আপনাকে সেই পথের সন্ধান দিন যে পথকে তিনি ভালবাসেন এবং যে পথে চললে তিনি সন্তুষ্ট থাকেন।

فتاوى أصحاب المذاهب

বিভিন্ন মাযহাব অনুসারীদের ফাতাওয়া

চতুষ্টয় মাযহাবের অনুসারী এবং অন্যান্য লোকেরা এ অভিমত পোষণ করেন যে, দাড়ি মুণ্ডন হারাম এবং তা মুণ্ডনকারী পাপী ও ফাসেক।

আবূ দাঊদের ভাষ্য আল-মিনহালুল উযবিল মাওরূদ গ্রন্থ প্রণেতা শায়খ মাহমূদ উক্ত ভাষ্যগ্রন্থে বলেন, এ কারণেই দাড়ি মুণ্ডন মুসলিম জাতির মুজতাহিদ ইমাম আবূ হানীফা (রহমাতুল্লাহি আলায়হি), ইমাম মালিক (রহমাতুল্লাহি আলায়হি), ইমাম শাফিয়ী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) এবং ইমাম আহমাদ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) এবং অন্যান্যদের মতে হারাম।

শায়খ মাহমূদ আরো বলেন, ফকীহগণ হাদীসের ভাবধারা থেকে দাড়ি কর্তন হারাম হওয়ার মাসয়ালা প্রদান করেছেন। সুতরাং হাদীসের

রাখা ও তা ঝুলিয়ে দেয়া ওয়াজিব। এক মুষ্ঠির বেশি হলেও তাতে কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করা হারাম, হাজ্জ বা উমরা আদায় বা অন্য কোনো বিশেষ কাজের ক্ষেত্রে হোক না কেন। আর বিশেষ করে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু), ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সম্পর্কে বর্ণিত রিওয়ায়াতের ভিত্তিতে হাজ্জের ক্ষেত্রেও নয়। কেননা, সবকিছুর উপর সুন্নাত তথা হাদীস অগ্রগণ্য, আর আমি কাউকে হাদীসের বিপরীত আমল করার অনুমতি প্রদান করতে পারি না- আল্লাহর কসম; আল্লাহই হকের পক্ষে অটল থাকার তাওফীক দাতা।

-আবদুল আযীয বিন আবদুল্লাহ বিন বায।

মর্মানুযায়ী সক্ষম ব্যক্তিদের পক্ষে পূর্ণমাত্রায় দাড়ি রাখা ওয়াজিব। বিশেষ করে আহলে ইলম (দ্বীনের জ্ঞানের অধিকারী) ব্যক্তিবর্গ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মুখনিঃসৃত হাদীস অগ্রাহ্য করে হাদীসের হুকুম হতে বেরিয়ে আসতে পারেন না।

শায়খ মাহমূদ আরো বলেন, বর্তমানে দ্বীনের জ্ঞান পঠন-পাঠনে রত ব্যক্তিবর্গ দাড়ির ক্ষেত্রে শৈথিল্য প্রদর্শন করে তা মুণ্ডন করে এবং গোঁফ বড় করে। আবার তাদের কেউ তো কতক মুশরিকদের অনুসরণে মোচের দু পার্শ্ব মুণ্ডন করতঃ নাকের নিচে সামান্য একটু রেখে দেয়। তাদের দেখে অনেক অজ্ঞ-মূর্খ ব্যক্তি ধোঁকায় পড়ে যায়।

ইবনু হাযম তাঁর মুহাল্লা গ্রন্থে বলেন, গোঁফ কাটা ও দাড়ি লম্বা করা ফরয। এর সপক্ষে তিনি ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে মারফূ' সূত্রে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসটি উল্লেখ করেন-

خَالِفُوْا الْمُشْرِكِيْنَ، اَحْفُوْا الشَّوَارِبَ وَاعْفُوْا اللِّحَي.

তোমরা মুশরিকদের বিপরীত করত গোঁফ মিটিয়ে ফেল ও দাড়ি লম্বা করো।

إتفاق المذاهب الأربعة على وجوب توفير اللحية وحرمة حلقها

- দাড়ি পূর্ণমাত্রায় লম্বা করা ওয়াজিব ও তা কামানো হারাম হওয়া প্রসঙ্গে মাযহাব চতুষ্টয় একমত

আল-ইবদা' গ্রন্থের লিখক বিদআতের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কিত আলোচনায় বলেন, মাযহাব চতুষ্টয় পূর্ণ ও লম্বা দাড়ি রাখা এবং তা মুণ্ডন করার উপর ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

প্রথমঃ হানাফী মাযহাবের অভিমত: আদ-দুররুল মুখতার গ্রন্থ প্রণেতা বলেন, কোনো ব্যক্তির দাড়ি কর্তন হারাম। আর তিনি এক মুষ্ঠির অতিরিক্ত দাড়ি কর্তনের বিষয় নিহায়াহ গ্রন্থে পরিষ্কার করে আলোচনা করেছেন। তিনি আরো বলেন, পাশ্চাত্যের লোকেদের মতো এক মুষ্ঠির কম লম্বা রেখে দাড়ি কর্তন বা অগ্নিপূজকদের মত সম্পূর্ণ দাড়ি মুণ্ডনকে কেউই পছন্দ করেন নি। আর এক মুষ্ঠির অতিরিক্ত যতটুকু লম্বা হবে তা কর্তন

করা ওয়াজিব। রাসূল (ﷺ) হতে এরূপ বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি (ﷺ) দাড়িকে লম্বায় ও দু'দিক হতে কাটতেন।[১৩] যেমনটি বর্ণনা করেছেন ইমাম তিরমিযী তার জামে'তে এবং তা অনেক হানাফী গ্রন্থরাজীতেও রয়েছে। (আর এক মুষ্ঠির অতিরিক্ত লম্বা দাড়ি কাটার হুকুম পূর্বে আলোচিত হয়েছে। আর আল-ইবদা' গ্রন্থকারের উপর্যুক্ত কথা কেউ সমর্থন করেননি যা ইজমা'রূপে প্রতিষ্ঠিত)

দ্বিতীয়তঃ মালিকীদের অভিমত: দাড়ি মুণ্ডন ও কাটা উভয়ই হারাম। কেননা, এতে আল্লাহর সৃষ্টিকে বিকৃত করা হয়। আর যদি এমন হয় যে, দাড়ি লম্বা হয়েছে আর যৎসামান্য কাটার কারণে সৃষ্টির বিকৃতি বোঝা যায় না তবে ভিন্ন কথা। অথবা তাও মাকরূহ।

তৃতীয়তঃ শাফিয়ী মতাবলম্বীদের অভিমত: শারহুল উবাব গ্রন্থকার বলেন: শায়খায়ন বলেন, দাড়ি মুণ্ডন মাকরূহ। এ অভিমতকে ইবনুর রাফআহ মেনে নেননি। কেননা, ইমাম শাফিয়ী তাঁর উম্ম গ্রন্থে দাড়ি কর্তন হারাম বলেছেন। আর আযরাঈ বলেন: সঠিক কথা হচ্ছে দাড়ি মুণ্ডন হারাম। ইবনু কাসিম আল-ইবাদী লিখিত উক্ত গ্রন্থের টীকায়ও এরূপ রয়েছে।

চতুর্থতঃ হাম্বালী মতাবলম্বীদের অভিমত: দাড়ি মুণ্ডন হারাম। তাদের একদল স্পষ্টভাবে বলেন যে, নির্ভরযোগ্য কথা হচ্ছে দাড়ি কামানো হারাম। অন্য এক দল স্পষ্টভাবে হারাম বলেন তবে এ সম্পর্কিত কোনো মতভেদ তারা বর্ণনা করেননি। এর মধ্যে রয়েছেন ইনসাফ গ্রন্থের লেখক, শারহুল মুনতাহা, শারহ মানজূমাতিল আদাব এবং অন্যান্য গ্রন্থের রচয়িতাগণ।

---

১৩. এ হাদীসটি নাবী (ﷺ) হতে সহীহ সূত্রে প্রমাণিত নয়। বরং হাদীসটি বাতিল ও অগ্রহণযোগ্য। কেননা, তা রাসূল (ﷺ) হতে ইবনু উমার (রাঃ), আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) ও অন্যান্য সাহাবা সূত্রে বর্ণিত অনেক সহীহ হাদীসের বিপরীত। তাছাড়া হাদীসটিতে উমার বিন হারূন বালখী রয়েছে যে মাতরূক তথা পরিত্যাজ্য, মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত রাবী। সুতরাং তার হাদীসের উপর ভিত্তি করে কোনো আমল করা বৈধ নয়। আল্লাহই একমাত্র তাওফীক দাতা। -আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (রহঃ)

الأمر بمخالفة أعداء الإسلام

ইসলামের শত্রুদের বিপরীত করার নির্দেশ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: خَالِفُوا الْمُشْرِكِيْنَ وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَوْفُوا اللُّحَى.

ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত: তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: মুশরিকদের বিপরীত কর, গোঁফ মিটিয়ে ফেল ও দাড়ি লম্বা কর।

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুশরিকদের বিপরীত করার নির্দেশ দিয়েছেন। অনুরূপ অগ্নিপূজক, ইয়াহুদী ও খ্রীস্টানদের বিপরীত করার কথা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং ইসলামের শত্রুদের বিপরীত করা সুস্পষ্ট শরীয়তের নির্দেশ। আর ইসলাম তার অনুসারীদের এবং তার শত্রুদের মাঝে অনেক সুস্পষ্ট পার্থক্যকারী চিহ্ন ও বিশেষ নিদর্শন বর্ণনা করেছে যাতে লবণ যেমন পানিতে গলে মিশে যায় মুসলিমগণ যেন তাদের শত্রুদের সাথে অনুরূপ মিশে না যেতে পারে। তাছাড়া মুসলিমগণ যে কোনো স্থান, অবস্থা বা অঞ্চলের অধিবাসী হোক না কেন তাদেরকে সহজে অমুসলিমদের হতে পার্থক্য করা যায়। যেমনভাবে মুসলিমদেরকে তাদের আকীদা বিশ্বাস (যেটি হচ্ছে অন্তরের আমল) দ্বারা চিনতে পারা যায়। ঠিক সেরকমভাবেই আমরা তাদেরকে বাহ্যিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দ্বারা আমলের বিশেষ বৈশিষ্ট্য দ্বারাও পার্থক্য করতে পারি। সুতরাং এভাবেই একজন মুসলিমের অভ্যন্ত রীণ ও বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যের পূর্ণতা ঘটে। এটির একটা কারণ রয়েছে, তা হচ্ছে বাহ্যিক দিকে দিয়ে কারো সাদৃশ্য অবলম্বন তার সাথে সখ্যতা গড়ে তোলে এবং অভ্যন্তরীণ ভালবাসার জন্ম দেয়। যেমন নাকি গোপন মহব্বত কারো বাহ্যিক সাদৃশ্য অবলম্বনকে আবশ্যক করে। আর এটা পরিক্ষীত ও প্রত্যক্ষ বিষয়। তাছাড়া বাহ্যিক দিক দিয়ে কারো সাদৃশ্য অবলম্বন করার প্রভাব ক্রমান্বয়ে তার অভ্যন্তরীণ বিষয়ের উপর পতিত হয়। ফলস্বরূপ দেখা যায় যে, কিছুদিন পর তাদের উভয়ের মাঝে আর পার্থক্য করা যায় না।

لكل قوم ميزته الخاصة التي يعرف به

প্রত্যেক দলের বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা দ্বারা তাদের পরিচয় পাওয়া যায়

শায়খুল ইসলাম সায়্যেদ হুসায়ন আহমদ মাদানী (আল্লাহ তা'আলা তাঁর কবরকে আলোকিত করুন) তার গ্রন্থে দাড়ি লম্বা করা সম্পর্কে এমন পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা লিখেছেন যা পাঠকবর্গের উপকারার্থে এখানে উল্লেখ করা সমীচীন মনে করছি।

إنا نعلم بيقين ونشاهد بأعيننا أن كل حكومة ودولة تجعل في كل شعبة من شعبها لباسا مخصوما للعاملين بها يمتاز به رجال كل شعبة عن رجال شعبة أخرى فالشرطة القائمون بالأمن في البلاد لهم لباس مختص بهم، والعسكريون المقاتلون في الجيش لهم لباس خاص لونه يمتاز عن ألوان الآخرين، ثم عساكر البحرية يمتازون بلباسهم الذي هو مخصوص بهم، وهذه الألبسة الخصوصة شعار للعاملين في كل شعبة، ولا تكتفي الحكومة بتعيين وتخصوص لباس خاص لكل موظف على حدة فقط بل إنها تعاقب كل من جاء في عمله في غير زيه الذي أمرت به الحكومة.

আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস রাখি ও স্বচক্ষে দেখতে পাই, প্রত্যেক রাষ্ট্র বা রাজত্ব সেখানে বসবাসকারী প্রত্যেক শ্রেণির কর্মচারীর জন্য বিশেষ চিহ্নসম্বলিত লেবাস বা পোশাক ব্যবহার করে। যেন এক শ্রেণি হতে অন্য শ্রেণি বা দলের লোকেদেরকে সহজে পৃথক করা যায়। ফলে দেখা যায়, আইন শৃংখলায় নিয়োজিত পুলিশ বাহিনীর পোশাক এক রকম, যুদ্ধ-বিগ্রহে নিয়োজিত সৈন্য বাহিনীর পোশাক আরেক রকম। এদের পোশাকের ধরন ও রং রূপ পৃথক রকমের। আবার দেখা যায়, নৌবাহিনীর পোশাক অন্যরকম যাতে তাদেরকে সহজে চিনতে পারা যায়। এসমস্ত বিশেষ ধরনের পোশাক এক এক শ্রেণির কর্মচারীর পরিচায়ক ও প্রতীক বিশেষ। কোনো রাষ্ট্রে তাদের কর্মচারীদের জন্য বিশেষ ও পৃথক পোষাক ব্যতীত

যথার্থ হতে পারে না। বরং কোনো রাষ্ট্রে কোনো কর্মচারী তার নির্ধারিত পোশাক পরিধান করে ডিইটিতে না গেলে সে শাস্তিপ্রাপ্ত হয়।

অনুরূপভাবে আমরা গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখতে পাব যে, পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি, গোষ্ঠী, বিভিন্ন পেশাজীবী ও রাজনৈতিক দলের লোকেরা তাদের নিজেদের জন্য বিশেষ বৈশিষ্ট্য নিজেদের জন্য চয়ন করে নিয়েছে। এর কারণে তাদের দেশীয় বা গোষ্ঠীগত এবং যুদ্ধের প্রতীকের বিভিন্নতা প্রকাশ পায়। এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে যুদ্ধের ময়দানে শত্রু-মিত্র চিনতে পারা যায়। যদি এমন পার্থক্যকারী বিশেষ বৈশিষ্ট্য না থাকতো তবে যুদ্ধের ময়দানে কে শত্রু আর কে মিত্র তার পরিচয় পাওয়া যেত না। ফলশ্রুতিতে দেখা যেত যে, কেউ মিত্রকে শত্রু মনে করতো আবার শত্রুকে মিত্র মনে করতো।

এটা জানা কথা যে, কেউ যদি দেশের জাতীয় পতাকা ফেলে দেয় তবে এই সামান্য অপরাধের জন্য সে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হয়। কেননা, এতে সে পরোক্ষভাবে তার দেশকে তুচ্ছ করেছে।

সুতরাং উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে পরিষ্কার হয়ে গলে যে, প্রত্যেক জাতি, গোষ্ঠী বা দল বা রাষ্ট্রের জন্য বিশেষ কতক বৈশিষ্ট্য থাকা অত্যাবশ্যক। আর তার সাথে সাথে এও পরিষ্কার হলো যে, যে ব্যক্তি তার বিশেষ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যকে বর্জন করবে তখন সে অন্য দলের সাথে মিশে বিলীন হয়ে যাবে; ফলে তার নিজস্ব অস্তিত্ব বলতে কিছু অবশিষ্ট থাকবে না।

উদাহরণ স্বরূপ আমি বলতে চাই যে, হিন্দুস্তানের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখতে পাব যে, সেখানকার মুশরিকদের বিশেষ ধরনের পোষাক-পরিচ্ছদ ও রীতিনীতি রয়েছে যার ফলে বাইরের কোনো দেশ হতে আগত কোনো ব্যক্তি তাদের নিজেদের পোশাক পরিচ্ছদ ও রীতিনীতি বজায় রাখে তখন তাদেরকে হিন্দুদের হতে আলাদা করা সম্ভব হয়। যেমন আফ্রিকার কেউ এলে তারা তাদের নিজস্ব পোশাক পরিধান করে চলাফেরা করে, তারা তা পরিত্যাগ করে না। ফলে তাদের পোশাক দেখে চিনতে পারা যায় যে, এরা আফ্রিকান। কেউ তাদেরকে বলে না যে, এরা হিন্দু। যেমন শিখ একটি হিন্দু সম্প্রদায়। তারা তাদের জন্য বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে- তারা দাড়ি-গোঁফ, মাথা ও অন্যান্য স্থানের চুল

কখনো কাটেনা। এটা তাদের এক বিশেষ প্রতীক। তাদের যদি এরকম বিশেষ বৈশিষ্ট্য না থাকতো তবে লোকেরা তাদেরকে সাধারণ হিন্দু বলে মনে করতো।

بقاء المسلمين في ميزتهم

মুসলমানদের রয়েছে কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য

অনুরূপভাবে মুসলিমগণ বিভিন্ন দেশ হতে হিন্দুস্তানে এসে সেখানে বসবাস এবং তথাকার লোকেদের ইসলামের দাওয়াত দেয়ার ফলে অনেকেই ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিয়ে মুশরিকদের দেশে বসবাস করা সত্ত্বেও একনিষ্ঠভাবে দ্বীন ও তাদের নবীর দেখানো সুন্নাতকে প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্যভাবে তাদের জীবনে বাস্তবায়ন করে চলেছে। ফলে তাদের একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা সকলেই অবগত। অন্যথায় মুসলমানগণ যদি বিশেষ বৈশিষ্ট্য বজায় না রাখতো তবে তারাও পোশাক-পরিচ্ছদ, চালচলনে মুশরিকদের সদৃশ হয়ে যেত। ফলে নামসর্বস্ব মুসলমানদের কোনই মূল্য থাকতো না।

এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, যখন কোনো দল বা সম্প্রদায়ের পরিবেশ, আকার-অবয়ব, রীতি-নীতি, সংস্কৃতি ইত্যাদি জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অন্যদের থেকে পৃথক ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য থাকবে না তখন তারা নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হবে না।

الاهتداء بهدي سيد الأولين والآخرين ﷺ

সৃষ্টির শুরু হতে শেষ অবধি বিশ্বনেতা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হিদায়াতের অনুসরণ

আমরা স্পষ্ট অবগত যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরব, অনারবসহ, জীন-ইনসান সকলের আদর্শ হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন। আর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রেরিত হওয়ার পূর্বে গোটা দুনিয়া শিরক-কুফর, ফাসাদ-সীমালঙ্ঘন ইত্যাদি যাবতীয় অন্যায় আচরণে মত্ত ছিল। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সকল মানুষকে এক আল্লাহর তাওহীদ, একত্ব এবং ন্যায়নীতি মেনে চলার ও

পরহেজগারিতা অবলম্বনসহ সব ধরনের সৎ আমলের দিকে আহ্বান জানালেন। যারাই তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ঈমান এনে তাঁর অনুসরণ করল তাদের জাগ্রত ও ঘুমন্ত সকল অবস্থায় সকল কার্যকলাপ মুশরিক ও কাফিরদের থেকে ভিন্নতর হতে লাগল। যার ফলে এক পর্যায়ে পরিস্থিতি এমন দাঁড়ালো যে, লোকেরা দলে দলে আল্লাহর দ্বীন গ্রহণ করতে লাগল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এসব ঈমানদারদের জন্য সকল জাতি গোষ্ঠী হতে বিশেষ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জাতি গঠন এবং চলাফেরা, উঠা-বসা, খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ, আকার-আকৃতি, স্বভাব-চরিত্র ইত্যাদি জীবনের সকল ক্ষেত্রে নাবী মুহাম্মাদ (ﷺ) এর অনুসরণ ও আনুগত্য করার নির্দেশ প্রদান করলেন। যথা আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করলেন-

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

"তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র রসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের আশা রাখে আর আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণ করে।" (সূরা আল-আহযাব ৩৩: ২১) তাই মুসলিম উম্মাহ প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে চলা ফেরা, কথা-বার্তা এক কথায় জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে রাসূল (ﷺ) এর দেখানো পথে চলতে লাগলো। ফলে মুসলিম জাতি কাফির-মুশরিক, ইয়াহুদী-খ্রিস্টান ইত্যাদি সকল জাতি-গোষ্ঠী হতে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন এক বিশেষ জাতিতে পরিণত হলো যারা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রাসূল (ﷺ)কে একমাত্র আদর্শ হিসেবে মেনে চললো। আর রাসূল (ﷺ)ও এমন স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বজায় রাখার গুরুত্ব বর্ণনায় এরশাদ করেন:

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

"যে ব্যক্তি কোনো জাতির অনুসরণ করলো সে সেই জাতির অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলো।"

রাসূল (ﷺ) আরো বলেন, আমাদের ও মুশরিকদের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে মুসলিমদের জন্য পাগড়ি থাকবে টুপির উপর (যেহেতু মুশরিকরা টুপি ছাড়াই পাগড়ি পরিধান করে)।

মুসলিম জাতিকে রাসূল (ﷺ) আচার-আচরণ, রীতি-নীতি ইত্যাদি জীবনের সকল ক্ষেত্রে কাফির-মুশরিক ও ইয়াহুদী-খ্রিস্টানদের বিপরীত

করতে আদেশ জারি করেন। এমনকি অহংকারী ও গৌরবকারী ব্যক্তিদের মতো লুঙ্গি ঝুলিয়ে পরতেও মুসলমানদের নিষেধ করা হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনার সারকথা হচ্ছে: প্রত্যেক জাতির জন্য একটি কিছু আলাদা ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে; আর আমাদের জন্যও এমন কিছু বিশেষ অনুসরণীয় আদর্শ রয়েছে যা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের হাতে-কলমে শিক্ষা দিয়েছেন। যেমন- তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দাড়ি লম্বা ও গোঁফ ছোট করার শিক্ষা দিয়েছেন ইত্যাদি ইত্যাদি। সুতরাং এসব বিশেষ রীতি-নীতিকে মনের দিক হতে এবং বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে আমাদের অবশ্যই মেনে চলা ও সংরক্ষণ করা উচিত যেন আমরা আল্লাহ্ তা'আলা ও রাসূল এর নিকট এবং শত্রু-মিত্র সকলের নিকটে দুনিয়া ও আখিরাতে মুসলিম হিসেবেই গণ্য হই।

একটা কথা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, কেউ যাকে ভালবাসে তার আচার-ব্যবহার, আকার-অবয়ব, পোশাক-পরিচ্ছদ, চলা-ফেরা ইত্যাদি সকল কার্যাদি ও অভ্যাসই ভাল লাগবে। এ নীতি কোনো জ্ঞানীই অস্বীকার করতে পারে না। আর আমরা তো বাস্তবে দেখতে পাই যে, মানুষ তাদের নেতৃস্থানীয় ও পরিচালকবৃন্দের চেহারা-সুরত ইত্যাদি ভালবাসে। সুতরাং আমাদের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য হচ্ছে দুনিয়া ও আখিরাতে একমাত্র আমাদের ব্যক্তিত্ব নাবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জীবনের যাবতীয় রীতি-নীতি অনুসরণ। আমাদের জন্য আরো অত্যাবশ্যকীয় কর্তব্য হচ্ছে ইউরোপ, আমেরিকা তথা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অজ্ঞদের আচার-ব্যবহার ও স্বভাব চরিত্র পরিত্যাগ করতঃ সায়্যিদুল আওয়ালীন ওয়াল আখিরীন মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দেখিয়ে দেয়া রীতি-নীতিসমূহকে বিশ্ব দরবারে উচ্চে তুলে ধরা।

شبهة من بعض الطلبة الجامعين

বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত কিছু শিক্ষার্থীর সংশয়

বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া কতক ছাত্র বলে থাকে, আমরা নিরুপায় হয়ে দাড়ি মুণ্ডন ক'রে থাকি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং, ডাক্তারী ও অন্যান্য ডিপার্টমেন্টে শিক্ষার্জনের জন্য আমাদের হিন্দু, ইয়াহুদী-খ্রিস্টান ইত্যাদি

মুশরিক দেশে যেতে হয় বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য; এক্ষেত্রে সংশয় ও সন্দেহ রয়েছে যে, আমরা দাড়ি রাখলে পরীক্ষায় অকৃতকার্য হবো ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে অবদান রাখতে ব্যর্থ হবো।

কিন্তু তাদের এ কথা মাকড়সার জালের মতোই দুর্বল। কেননা, আমরা চাক্ষুস দেখতে পাই যে, বর্তমানে অনেক শিখ সম্প্রদায় উল্লেখিত ডিপার্টমেন্টসমূহে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ ক'রে কৃতকার্য হচ্ছে এবং তারা রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন দফতরে অবদান রেখে চলেছে। তারা পূর্ণ দাড়ি রাখাসহ অন্যান্য বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে চলেছে, যদিও তারা সংখ্যায় স্বল্প। সুবহানাল্লাহ! ঐ সব শিখ সম্প্রদায়ের লোকেরা যদি তা করতে সক্ষম হয় তবে আমাদের না পারার কি কোনো কারণ থাকতে পারে?

আমরা যদি আমাদের নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দেখানো পথের অনুসরণ করি তবে আধুনিক জ্ঞানই বা কেন অর্জন করতে সক্ষম হবো না; আর কেনই বা আমরা বিভিন্ন পরীক্ষায় অকৃতকার্য হবো। আসল কথা হচ্ছে, তারা যা কামনা করে সে অনুযায়ী তাদের এমন মনে করা অসম্ভব কিছু নয়। (এখানে ইবনু তাইমিয়াহ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) এর কথা শেষ)

كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى

কিসরার নিকট রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পত্র প্রেরণ

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন ইসলামের দাওয়াত দিয়ে কিসরার বাদশাকে একটি পত্র লিখে আব্দুল্লাহ বিন হুযাফাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর হাতে প্রেরণ করলেন তখন আবদুল্লাহ বিন হুযাফাহ পত্রটিকে বাহরাইনের সম্রাটের নিকট পৌঁছালেন। বাইরাইনের সম্রাট তা কিসরা অধিপতির নিকট পৌঁছে দিলেন। কিসরা অধিপতি পত্রটি পড়ে ছিঁড়ে ফেললেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এ খবর আসার পর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কিসরা সাম্রাজ্যকে ছিন্ন-ভিন্ন হওয়ার জন্য বদ্দোয়া করলেন।

إن رسول الله ﷺ كره النظر إلى محلقي اللحية

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) দাড়ি কামানো দু' ব্যক্তির দিকে দৃষ্টি দিতে অপছন্দ করেছেন

রাসূল (ﷺ)-এর চিঠি ছিঁড়ে ফেলার পর কিসরা অধিপতি ইয়ামানের শাসক বাজানের নিকট এ মর্মে পত্র প্রেরণ করলেন- সে যেন দুজন মোটাসোটা শক্তিশালী লোক পাঠিয়ে হিজাজের পত্র প্রেরক [মুহাম্মাদ (ﷺ)]কে ধরে তার দরবারে উপস্থিত করে। কিসরা অধিপতির পত্র পেয়ে বাজান তার দ্বাররক্ষীকে (সে ছিল কাতেব ও হিসাবরক্ষক) একজন ফার্সী লোকসহ রাসূল (ﷺ) এর নিকট প্রেরণ করলো। অতঃপর তারা উভয়েই মদীনায় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর নিকট আগমন করলো। তাদের দু'জনের দাড়ি মুণ্ডন করা ও গোঁফ পুরোপুরি লম্বা ছিল। তা দেখে রাসূল (ﷺ) খুব অপছন্দ করলেন। তাদের দু'জনের এ অবস্থা দেখে তিনি (ﷺ) বললেন, তোমরা দু'জনই ধ্বংস হও। তারা উভয়ে বললো, আমাদের সম্রাট কিসরা আমাদের এমন করার নির্দেশ দিয়েছেন। এ কথা শ্রবণ করে রাসূল (ﷺ) বললেন, বরং আমাদের প্রভু নির্দেশ করেছেন যে, আমরা যেন দাড়ি লম্বা করি ও গোঁফ কেটে ছোট করি। রাসূল (ﷺ) তাদেরকে আরো বললেন, আমার প্রভু গত রাতে তোমাদের বাদশাকে কুপোকাত করেছেন। আর সেখানে তার পুত্র শিরওয়াইহ বিজয়ী হয়ে তাকে হত্যা করেছে। অতঃপর তারা বাজানের নিকট ফিরে গেল।

ইবনুল যাওযী তাঁর 'আল-ওয়াফা বি আহওয়ালিল মুস্তাফা' গ্রন্থে এবং ইবনু কাসীর তাঁর 'বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ' গ্রন্থে বলেন: এ ঘটনা হতে পরিষ্কার হলো যে, নাবী (ﷺ) উক্ত লোক দু'টির দিকে তাকিয়ে ঘৃণা বোধ করেছিলেন। সুতরাং এ ঘটনা প্রতিটি মু'মিনকে এ শিক্ষা ও প্রেরণা দিচ্ছে, এমন কাজ করা উচিত নয় যে কাজ রাসূল (ﷺ)কে কষ্ট দেয়। আমরা দেখি যে, প্রত্যেক দল ও গোষ্ঠীর লোকেরা তাদের দেশের ও রাজনৈতিক নেতাদেরকে উঠাবসা, চালচলন, চেহারা-সুরত ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে মন জোগিয়ে চলে এবং তাদের অনুসরণ করে যাতে তারা কষ্ট বোধ না করে।

আমি আশ্চর্যবোধ করি সেসব লোকের ব্যাপারে যারা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উম্মত হওয়ার দাবি করে অথচ দাড়ি মুণ্ডন করে যা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে ভীষণভাবে কষ্ট দেয়। এতে ঐসমস্ত লোকেরা তাদের মনে কোনো প্রকার সংকোচ বোধ করেনা।

قصة مرزا قتيل الشاعر
কবি মিরযা কুতাইল এর ঘটনা

এখানে আমি একজন কবি যিনি মিরজা কুতাইল নামে পরিচিত, তাঁর সম্পর্কিত একটি ঘটনার দৃষ্টান্ত দিতে চাই। এক ইরানী ব্যক্তি তার হিকমতপূর্ণ ও সুন্দর কবিতায় মোহিত হয়ে পড়ে। এ লোকটি দাড়িওয়ালা লোককে দ্বীন ইসলামে অত্যন্ত সম্মানিত, মর্যাদাপূর্ণ ও পবিত্র মনে করতো। অতঃপর লোকটি সফর করে উক্ত কবির সাথে সাক্ষাৎ করতে যায়। যখন মিরজা কুতাইলের দরজায় গিয়ে পৌঁছে তখন দেখে যে, মিরজা কুতাইল দাড়ি মুণ্ডন করেছে। তখন লোকটি বললো, আপনি দাড়ি মুণ্ডন করেন? মিরজা কুতাইল বলল, আমি দাড়ি মুণ্ডন করি বটে, তবে কারো মনে কোনো কষ্ট দিই না। ইরানী লোকটি হতাশ হয়ে তাঁর নিকট হতে ফিরে এলো এবং বললো, আপনি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মনে কষ্ট দেন। মিরজা কুতাইল যখন ইরানী লোকটির এ কথা শুনলেন তখন মুর্ছা গেলেন। জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর ফারসী ভাষায় কবিতা আবৃত্তি করে বললেন,

جزاك الله چشعم باز كردي

مرا باجان جان همراز كردي

অর্থাৎ তোমাকে আল্লাহ উত্তম প্রতিদান দিন। আমার চক্ষুকে খুলে দিয়েছ এবং তুমি আমাকে অন্তরাত্মা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছ।

النهي عن تشبه المرءة بالرجال وتشبه الرجال بالنساء

মহিলার পক্ষে পুরুষের আকৃতি ধারণ ও পুরুষের পক্ষে মহিলার আকৃতি ধারণ নিষেধ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِيْنَ مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঐ সব পুরুষকে লা'নত করেছেন যারা নারীর বেশ ধরে এবং ঐসব নারীকে যারা পুরুষের বেশ ধরে।[১৪]

হাফেজ ইবনু হাজার আসকালানী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) তাঁর ফাতহুল বারীতে তাবারী হতে বর্ণনা করে বলেন, কোনো পুরুষের পক্ষে মহিলার পোশাক বা সৌন্দর্য অবলম্বনের ক্ষেত্রে যা মহিলার সাথেই নির্দিষ্ট এমন বিষয়ে সাদৃশ্য গ্রহণ বৈধ নয়। অনুরূপভাবে মহিলার ক্ষেত্রে পুরুষের সাথে নির্দিষ্ট পোশাক-আশাক ইত্যাদি ক্ষেত্রে সাদৃশ্য অবলম্বন করা বৈধ নয়। তিনি ইবনু তীন হতেও রিওয়ায়াত করেন: এখানে লা'নত হতে উদ্দেশ্যে হচ্ছে, পুরুষ কোনো মহিলার পোশাক ও মহিলা পুরুষের পোশাক পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে সাদৃশ্য অবলম্বন করা।

হাফেজ ইবনু হাজার আসকালানী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) শায়খ ইবনু আবী যামরাহ হতে নকল করে বর্ণনা করেন, পুরুষ মহিলার বা মহিলা পুরুষের বেশ ধারণ করার জন্য লা'নত প্রদানের হিকমত ও রহস্য এই যে, বেশ ধারণ করায় কোনো বস্তু বা বিষয় যে উদ্দেশে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন তার ব্যতিক্রম করা হয়। আর এ জন্যই পরচুলা গ্রহণকারিণীকে লা'নত করা হয়েছে। তাতে আল্লাহর সৃষ্টিতে বিকৃতি ও পরিবর্তন ঘটানো হয়।

১৪. বুখারী হাঃ ৫৮৮৫

বুখারীর বর্ণনায় ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সূত্রে বর্ণিত, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পুরুষ হিজড়াদের উপর এবং পুরুষের বেশধারী মহিলাদের উপর লা'নত করেছেন। (হাঃ ৫৮৮৬)

আল্লামা আইনী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বুখারীর ভাষ্যগ্রন্থে কিরমানী হতে নকল করে বর্ণনা করেন: মুখান্নাস হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে কথা ও কাজে মহিলার সদৃশ। কখনো তা সৃষ্টিগত হয় আবার কখনো তা ইচ্ছাকৃত। যে ইচ্ছাকৃতভাবে মহিলার কথা ও কাজের অনুসরণে জীবনযাপন করে সেই হচ্ছে লা'নাত প্রাপ্ত। কেউ সৃষ্টিগতভাবে মহিলার মত কাজ ও আচরণ করলে সে লা'নতের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

التشبه بالنساء حاصل في حلق اللحية

দাড়ি কামানোয় মহিলার সাথে সাদৃশ্য ঘটে

এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, দাড়ি মুণ্ডনের দ্বারা পরিপূর্ণভাবে মহিলার সাদৃশ্য গ্রহণ করা হয়। আর এ প্রকার সাদৃশ্য পোশাক-পরিচ্ছদ ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সাদৃশ্য গ্রহণ হতে মারাত্মক। কেননা, দাড়ি পুরুষ ও মহিলার মধ্যে সবচেয়ে বড় সৃষ্টিগত পার্থক্যকারী একটি বিষয় যা সবাই অবগত আছেন। যে নিজের আত্মার সাথে প্রতারণা করে এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করে চলে এবং আল্লাহ্ তা'আলার দেয়া বিশেষ জন্মগত নিয়ামত পুরুষত্ব পাওয়ার পরও ইচ্ছাকৃতভাবে মহিলার রূপ ধারণ করে সে ব্যতীত কেউ এটা অস্বীকার করতে পারে না। তাছাড়া লম্বা কেশ মহিলাদের সৌন্দর্য এবং লম্বা দাড়ি পুরুষের সৌন্দর্য এবং পৌরুষত্বের বিশেষ চিহ্ন। এদিকে ইঙ্গিত করেই নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

سُبْحَانَ مَنْ زَيَّنَ الرِّجَالَ بِاللِّحَى وَالنِّسَاءَ بِالذَّوَائِبِ

আমি ঐ সত্তার পবিত্রতা বর্ণনা করছি যিনি পুরুষকে দাড়ি এবং নারীকে লম্বা কেশ দ্বারা সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছেন।[১৫]

১৫. মানাবী এ হাদীসকে তাঁর কুনূযুল খালায়েক্ব গ্রন্থে উল্লেখ করে তা হাকিমের সাথে সম্পর্কিত করেছেন।

حلق اللحية للرجل مثل حلق الرأس من المرأة

পুরুষের দাড়ি কামানো মহিলার মাথা কামানো সদৃশ

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নারী জাতিকে তাদের মাথা কামাতে নিষেধ করেছেন। (নাসায়ী) সুতরাং দেখা যায় যে, পুরুষের দাড়ি মুণ্ডন নারীদের মাথার কেশ মুণ্ডনের অনুরূপ।

এ কারণেই হানাফী ফিক্বহ গ্রন্থ আদ্দুররুল মুখতারে উল্লেখ রয়েছে: স্ত্রী তার মাথার কেশ মুণ্ডন করে পাপী ও লা'নাতপ্রাপ্ত হয়েছে। বাযাযিয়াহ গ্রন্থে আরো অতিরিক্ত করা হয়েছে যদিও নারী তার স্বামীর অনুমতিতে তা করে। কেননা, স্রষ্টার অবাধ্যচরণ হয় এমন কোনো কাজে সৃষ্টির কারো অনুসরণ করা বৈধ নয়। এ জন্যই পুরুষের পক্ষে দাড়ি কর্তন ও মুণ্ডন হারাম যা কোনো পুরুষকে পুরুষ হওয়ার বিষয়ে সন্দেহে ফেলে দেয়।

আমি বলছি, বিষয়টি এমনই। অর্থাৎ পুরুষের দাড়ি কামানো হারাম হওয়ার কারণ হচ্ছে দাড়ি কামানোয় মহিলার সাদৃশ্য গ্রহণ করা হয়। আর যদিও মহিলাদের দাড়ি গজাত, তবুও তাদেরকে তা কামানোর নির্দেশ দেয়া হতো। যারা দাড়ি কামায় বা মুণ্ডন করে তাদেরকে তো আল্লাহ তা'আলা নারী বা হিজড়ারূপে সৃষ্টি করেননি। বরং আল্লাহ তা'আলা তাদের পুরুষ হিসেবে সৃষ্টি করেছেন এবং পুরুষত্ব ও ব্যক্তিত্বের আলামতস্বরূপ তাদের চেহারায় দাড়ি গজিয়েছেন। অথচ এসব লোকেরা স্বেচ্ছায় মেয়েলী স্বভাব গ্রহণ করে মহিলার সাদৃশ্য অবলম্বন করতঃ নিজেদেরকে কঠোর শাস্তির দিকে ঠেলে দেয়। আল্লাহ তা'আলা তাঁর অশেষ কৃপা ও রহমতে আমাদেরকে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সবধরনের ফিতনা-ফাসাদ হতে রক্ষা করুন। আমীন!!

مضار حلق اللحية وفوائد إعفائها من حيث الطب

চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মতে দাড়ি কামানোর ক্ষতি ও লম্বা দাড়ি রাখার উপকারিতা

চিকিৎসা বিজ্ঞানীগণ পূর্ণ ও লম্বা দাড়ি রাখার কয়েকটি উপকারিতার কথা উল্লেখ করেছেন। যথা:-

(১) দাড়ি মুণ্ডনের অস্ত্র, থুতনি ও দু' গালে লাগানোর ফলে দৃষ্টিশক্তির ক্ষতি হয়। যে ব্যক্তি নিয়মিত দাড়ি মুণ্ডন করে তার দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হতে

থাকে। অন্যদিকে দাড়িধারী লোকেদের দৃষ্টি দুর্বল হওয়া থেকে রক্ষা পায় যা বিজ্ঞ চিকিৎসকদের জানা রয়েছে।

② দাড়ি ক্ষতিকর রোগজীবাণুর আক্রমণ হতে রক্ষা করে এবং তা হালক ও বুকের উপরিভাগকে রোগজীবাণু হতে রক্ষা করে।

③ দাঁতের মাঢ়ি বিভিন্ন প্রকার প্রকৃতিগত সমস্যা থেকে রক্ষা পায়।

④ ত্বককে দুর্বল করে ফেলে শরীরের এমন বিভিন্ন তৈলাক্ত ক্ষতিকর পদার্থকে দাড়ির চুল শোষণ করে নেয়। ফলে ত্বক যেন জীবনী শক্তি লাভ করে সতেজ ও সুস্থ থাকে। এটা ঠিক অনুরূপ যেমন পানি সিঞ্চনের ফলে শুকনো ঘাস সজিব ও সতেজ হয়ে বেড়ে উঠে। বিপরীত পক্ষে যারা দাড়ি কামায় তাদের চেহারা এসব উপকারিতা থেকে বঞ্চিত হয়ে অনুর্বর ও শুষ্ক খসখসে হয়ে যায়।

⑤ দাড়ি এবং পুরুষত্বের মাঝে অভ্যন্তরীণ ও গুপ্ত সম্পর্ক রয়েছে। ফলে কোনো ব্যক্তির দাড়ির কারণে তার পৌরষ ও ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কতক চিকিৎসা বিজ্ঞানী বলেন: মানুষ যদি বংশানুক্রমে দাড়ি মুণ্ডনের অভ্যাস গড়ে তোলে তবে দেখা যাবে যে, অষ্টম বংশে এমন সব লোকের জন্ম হবে যাদের চেহারায় মূলতঃ দাড়িই গজাবে না। ফলে লোকেদের ব্যক্তিত্ববোধ ক্রমে ক্রমে হ্রাস পেতে থাকবে যা কিছুদিন পর প্রকাশ পেতে থাকবে। এর সাক্ষ্য হিসেবে আমরা হিজড়াদের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করে থাকি যে, তাদের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পুরুষের মতো হলেও তাদের মুখে দাড়ি গজায় না।

এসকল উপকারিতার কথা চয়ন করেছি বিষয়টিকে পরিপূর্ণতা দান করার জন্যই। নচেৎ কোনো প্রকৃত মুসলিমের জন্য এসব উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কেননা, তাদের নিকট আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নির্দেশই যথেষ্ট।

قص الشارب

গোঁফ কর্তন প্রসঙ্গ

ইতোপূর্বে আমরা দাড়ির বিধান সম্পর্কে আলোচনা করেছি। আর এই বইয়ের প্রথম হাদীসেই গোঁফ কর্তন বা খুব ছোট করে রাখার বিষয়ও

আলোচিত হয়েছে। হাফিয ইবনু হাজার তাঁর ফাতহুল বারীতে এ সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। নাসায়ী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) এর রিওয়ায়েতে মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল্লাহ বিন ইয়াযীদ, তিনি সুফইয়ান বিন উয়ায়নাহ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) সূত্রে حلـق তথা মুণ্ডন শব্দ বর্ণিত হয়েছে। ইবনু উয়ায়নাহ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) এর অধিকাংশ সহচর القـص তথা কর্তন শব্দ বর্ণনা করেছেন। ইবনু উয়ায়নাহ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) এর শায়খ যুহরী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) হতেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। সাঈদ বিন মারবূরী সূত্রে আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে تقـصير الـشارب শব্দ বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর ইমাম নাসায়ী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) أحفـوا، انهكـوا ইত্যাদি শব্দ উল্লেখ করে বলেছেন- এ সকল শব্দ গোঁফকে যথাযথভাবে দূর করা প্রমাণ করে। বুখারী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) তাঁর সহীহ বুখারী গ্রন্থে বলেন,

كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُحْفِي شَارِبَهُ حَتَّى يُنْظَرَ إِلَى بَيَاضِ الْجِلْدِ

ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এমন ছোট করে গোঁফ কাটতেন যে, গোঁফ ভেদ করে ত্বকের শুভ্রতা দেখা যেত।[১৬]

ইবনু হাজার (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) ফাতহুল বারীতে বলেন, তাবারী, বায়হাকী, আবদুল্লাহ বিন আবূ রাফি' হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি আবূ সাঈদ খুদরী, জাবির বিন আবদুল্লাহ, ইবনু উমার, রাফি বিন খাদীজ, আবূ সাঈদ আল আনসারী, সালামাহ বিন আকওয়া, আবূ রাফি (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম) মুণ্ডন করার মতোই গোঁফকে ছোট করতেন। হাদীসের শব্দ তাবারীর। বায়হাকীর বর্ণনায় রয়েছে, তাঁরা তাদের গোঁফ ঠোঁটের দিক থেকে কাটতেন। তাবারী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) উরওয়াহ, সালিম, কাসিম ও আবূ সালামাহ সূত্রে বর্ণনা করেন, তাঁরা গোঁফকে মুণ্ডন করতেন। ইতোপূর্বে ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর আসার বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি এমনভাবে গোঁফ কাটতেন যে, তার ত্বকের সাদাটে রং দৃশ্যমান হতো। তবে এতে দু' ধরনের সম্ভাবনা রয়েছে- (১) উপরের ঠোঁটে গজানো সব কামানো, (২) উপরের ঠোঁটের লাল অংশের দিকে কামানো এবং তার উপরের দিকে ছেঁটে ছোট করা। দ্বিতীয় পদ্ধতিতে এ বিষয়ে বর্ণিত দু'ধরনের হাদীসের উপরই আমল হয়।

---

১৬. হাঃ ৫৮৮৮, বাবু কাসসিশ শারিব

حكمة قص الشارب

গোঁফ কাটার হিকমত

হাফিয ইবনু হাজার (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) কয়েক লাইন পর আরো বলেছেন: ইবনুল আরাবী গোঁফ হালকা তথা সরু করে রাখার মত ব্যক্ত করেছেন। অতঃপর বলেন, নাক থেকে নির্গত আঠালো পানি গোঁফের সাথে লেগে শক্ত হয়ে যাওয়ার কারণে গোসলের সময় তা দূর করা কঠিন হয়ে পড়ে। অথচ তা পরিস্কার থাকার সাথে নাক দিয়ে ভালভাবে ঘ্রাণ বা গন্ধ নেয়ার সম্পর্ক বিদ্যমান। তাই শরীয়ত একে কেটে হালকা করে রাখার বিধান দিয়েছে। এতে সৌন্দর্যও বৃদ্ধি পায় এবং ঘ্রাণ নেয়ার উপকারিতাও সাধিত হয়। তাই আমি বলছি, এটা গোঁফ হালকা করে রাখার কারণেই অর্জিত হতে পারে। তবে তা একেবারে মিটিয়ে ফেলা আবশ্যক নয়, কারণ উপর্যুক্ত উপকারিতা অর্জনের এটাই সর্বোত্তম পন্থা।

مذاهب الفقهاء في قص الشارب

গোঁফ কাটা প্রসঙ্গে বিভিন্ন মাযহাবের ফকীহদের অভিমত

আল্লামা আয়নী শারহ বুখারীতে বলেন, এ বিষয়ে কিছু মতোবিরোধ রয়েছে। তাহাবী বলেন, একদল মাদীনাবাসী এ মত ব্যক্ত করেছেন যে, গোঁফ কেটে ছোট করে রাখতে হবে। আমি বলছি, এ অভিমত পোষণ করেছেন, সালিম, সাঈদ বিন মুসায়্যেব, উরওয়াহ বিন যুবায়র, যা'ফার বিন যুবায়র, উবায়দুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ বিন উতবাহ, আবূ বকর বিন আবদুর রহমান বিন হারিস। তারা সবাই বলেন, গোঁফ কেটে ছোট রাখতে হবে। এ মতের পক্ষে রয়েছেন, হামীদ বিন হিলাল, হাসান বাসরী, মুহাম্মাদ বিন সীরীন, আতা বিন আবূ রিবাহ্। ইমাম মালিক (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) এ অভিমত পোষণ করেন।

ক্বাযী ইয়াজ বলেন, অনেক সালাফী গোঁফ মুণ্ডন করা ও একেবারে মূলোৎপাটন করার বিপক্ষে মত ব্যক্ত করেছেন। ইমাম মালিক (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) এর অভিমত এটাই এবং গোঁফ মুণ্ডন করাকে তিনি মুসলাহ বা অঙ্গহানি করা

মনে করেন। তিনি গোঁফের উপরিভাগ থেকে কাটা-ছাঁটাকে মাকরূহ মনে করেন। তার মতে মুস্তাহাব হচ্ছে: ঠোঁটের দিক হতে গোঁফ ছাঁটা।

তাহাবী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, অন্য এক দল আবার অন্যমত পোষণ করেন। তারা বলেন, গোঁফ নিশ্চিহ্ন করে ফেলা মুস্তাহাব এবং কেটে ছোট করার চেয়ে এটাই উত্তম। এ মর্মে ইবনু উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু), আবূ সাঈদ, রাফি বিন খাদীজ, সালামাহ বিন আকওয়া, জাবির বিন আবদুল্লাহ, আবূ উসায়দ, আবদুল্লাহ বিন আমর এর আমল থেকে রিওয়ায়াত বর্ণিত হয়েছে। আবূ শায়বা এসব কিছু সনদসহ বর্ণনা করেছেন। (এখানে আল্লামা আয়নীর বক্তব্য শেষ)

আমি বলছি, ইমাম নাবাবীর প্রণীত মুসলিমের শারহ এবং মুহাজ্জাব গ্রন্থে রয়েছে: শাফিয়ীদের অভিমত হচ্ছে, গোঁফ এমনভাবে কাটা যাতের ঠোঁটের প্রান্ত প্রকাশিত হয়ে। আর إحفاء এর অর্থ করেছেন দু ঠোঁটের উপর যা লম্বা হয়। এ সম্পর্কে হানাফীদের অভিমত হচ্ছে, গোঁফ কাটা মুস্তাহাব। কেননা, এটা প্রকৃতি জাত আচরণ ও তা লম্বা করা নোংরা আচরণের অন্তর্ভুক্ত।[১৭]

ইবনুল কাইয়্যূম তাঁর আল-হুদা গ্রন্থে বলেন, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন: আমি আসরামকে দেখেছি, তিনি গোঁফকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে ফেলতেন এবং আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছি গোঁফের সুন্নাতি পদ্ধতি কী? তিনি বললেন, গোঁফ মিটিয়ে ফেলবে। কেননা, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, أحفوا الشوارب তোমরা গোঁফ মিটিয়ে ফেল। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, আবূ আবদুল্লাহকে জিজ্ঞেস করা হলো, কোনো ব্যক্তি কি তার গোঁফ ছোট করবে নাকি মিটিয়ে ফেলবে। উত্তরে বললেন, যদি মিটিয়ে ফেলে তাতে কোনো দোষ নেই। আর যদি ছোট করে তাতেও ক্ষতি নেই।

আবূ মুহাম্মাদ তাঁর মুগনী গ্রন্থে বলেছেন, কোনো ব্যক্তি গোঁফ মিটিয়ে ফেলতে পারে অথবা কেটে ছোট করতে পারে। আওযাযুল মাসালিক গ্রন্থেও অনুরূপ রয়েছে।

---

১৭. শারহুল কাবীর

خلاصة القول في قص الشارب

গোঁফ কাটা বিষয়ে সারকথা

কুরতুবী বলেন: ঠোঁটের উপর লম্বা হয়ে আসা গোঁফের অংশটুকু কেটে ছোট করবে যাতে পানাহার করতে কোনো সমস্যা না হয় এবং গোঁফে কোনোরূপ ময়লা জমতে না পারে।

মুজতাহিদ আলিমদের থেকে এ কথা প্রমাণিত রয়েছে, তারা গোঁফকে এমনভাবে কর্তন করার মতকে পছন্দ করেছেন যাতে ঠোঁটের ত্বক দৃশ্যমান হয় এবং মুসলাহ তথা অঙ্গহানি নিষেধ। তাঁদের অনেকে আবার أحفاء، إنهاك শব্দ থেকে আরো বেশি খাটো করার কথা বলেছেন তবে তাদের কেউই গোঁফ লম্বা করা বৈধ বলেননি। কেননা, গোঁফ লম্বা করা সকল মুসলিমের মতেই নিষেধ। আর কেনই বা নিষেধ হবে না। যেহেতু নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ فَلَيْسَ مِنَّا

যে ব্যক্তি তার গোঁফ ছোট করবে না সে আমাদের দলের নয়।[১৮]

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ليس منا তথা আমাদের দলের নয় কথার মধ্যে গোঁফ লম্বাকারীদের জন্য কঠোর সতর্কবাণী এবং নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

গোঁফ কর্তন ফিতরাতের অন্তর্ভুক্ত যে সম্পর্কিত হাদীস শুরুতেই আলোচনা করেছি।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُصُّ أَوْ يَأْخُذُ مِنْ شَارِبِهِ وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ الرَّحْمَنِ يَفْعَلُهُ

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গোঁফ কাটতেন ও ছোট করতেন। আল্লাহর খলীল ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)ও তা-ই করতেন। তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করে হাসান বলেছেন।

১৮. আহমাদ, নাসায়ী যায়দ বিন আরকাম থেকে। তিরমিযী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন

এটাই হচ্ছে মিল্লাতে ইবরাহীম যার অনুসরণের জন্য আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অতএব যেসব যুবক-বৃদ্ধ গোঁফ না কেটে লম্বা করে এবং ঝুলিয়ে দেয়, যার ফলে তাদের ঠোঁট ঢেকে যায় তা অত্যন্ত ঘৃণিত কাজ। এটা ইসলাম ও নাবীদের দেখানো পথ নয়। বরং তা হচ্ছে অগ্নিপূজক ও কাফিরদের আচরণ। আল্লাহ তা'আলা তাদের সাদৃশ্য অবলম্বন হতে আমাদেরকে রক্ষা করুন। আমীন!!

الفصل الثاني

দ্বিতীয় অধ্যায়

في ذكر حجج الحالقين لحاهم وأقوالهم الشنيعة مع إبطالها وإدحاضها

দাড়ি কর্তনকারীদের অসার যুক্তিসমূহ ও তার প্রতিবাদ

কতক লোক বলে থাকেন, রাসূল (ﷺ) এর লম্বা দাড়ি রাখা ও এর জন্য নির্দেশ করার কারণ হচ্ছে- তাঁর জাতি-গোষ্ঠীর লোকেরা সবাই লম্বা দাড়ি রাখতো। ফলে নাবী (ﷺ) তাদের অনুসরণ করেছেন মাত্র। কতক অজ্ঞ-গাফিল ব্যক্তি শুধু এ কথা বলেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং তারা এও বলে যে, নাবী (ﷺ) যদি আমাদের এ যুগে থাকতেন তবে তিনিও দাড়ি মুণ্ডন করতেন। আলইয়াজু বিল্লাহ।

তারা এটা অজ্ঞতাবশতঃ বলে থাকে। কেননা নাবী (ﷺ) তো কেবল সে সকল কাজ করতেন বা তার উম্মাতকে এমন সব সৎ আমল করতে ও চরিত্রে চরিত্রবান হতে আদেশ বা নিষেধ করতেন যাতে আল্লাহ তা'আলা খুশি হন।

هل اتبع الرسول ﷺ ما راج في بيئته؟

রাসূল (ﷺ) কি পারিপার্শ্বিক পরিবেশে প্রচলিত রীতির অনুসরণ করেছেন?

আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এবং মুসলিমদেরকে একনিষ্ঠভাবে মিল্লাতে ইবরাহীমের অনুসরণ করার নির্দেশ করেছেন। সুতরাং ইসমাঈল (আলাইহিস সালাম) এর বংশধর অর্থাৎ আরবীয়রা তাদের পিতা ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) অনুসৃত যে আমলের উপর বিদ্যমান ছিলেন নাবী (ﷺ) সে সব আমল গ্রহণ করেছেন এবং তদনুযায়ী আমল করতেন। তৎকালীন পরিবেশে প্রচলিত রীতির

অনুরণ করতেন না। রাসূল (ﷺ) কি আরবে প্রচলিত অনেক অভ্যাসকে বাতিল ঘোষণা করেননি? তাহলে কী করে সমাজে প্রচলিত এ সব বিষয় তিনি নিজের এবং তার উম্মতের জন্য চয়ন করবেন? যেমন- উল্কি আঁকা, পরচুলা ব্যবহার, সন্তান হত্যা, কন্যা শিশুকে জীবন্ত কবর দেয়া, পেশাব-পায়খানা করার সময় নিজেকে আড়াল না করা ইত্যাদি। কতক মুশরিক তো রাসূল (ﷺ) এর নিন্দা জ্ঞাপনপূর্বক বলেছে : তিনি তো মেয়েদের মতো (আড়াল করে) পেশাব করেন। আরো রয়েছে যেমন- ব্যবসায়ে সুদ খাওয়া, হারাম মাসসমূহ আগ-পিছ করা, পিতার পাপের জন্য পুত্রকে শাস্তি দেয়া বা পুত্রের জন্য পিতাকে শাস্তি দেয়া, উলঙ্গ হয়ে তাওয়াফ করা, হজ্জের সময় মুজদালিফা থেকে প্রত্যাবর্তন করা, উলঙ্গ হয়ে হাঁটা, মুলামাসাহ ও মুনাবাযাহ[১৯] ক্রয়-বিক্রয় করা, দাড়ি ইত্যাদিতে গিরা লাগানো। এরকম আরো অনেক বিষয় রয়েছে যেগুলো আলোচনা করতে গেলে পুস্তকের কলেবর বেড়ে যাবে।

রাসূল (ﷺ) যদি তৎকালীন সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন বাতিল রীতিনীতির অনুসরণ করতেন তবে আরবীয়রা কেন তাঁর বিরোধিতা করল?

مخالفة المجوس واليهود والنصارى

অগ্নিপূজক, ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের বিপরীতকরণ

অন্য এক দল বলেন, রাসূল (ﷺ) এর দাড়ি লম্বা ছিল অগ্নিপূজক ও মুশরিকদের বিরোধিতা ক'রে শরীয়ত কর্তৃক জারিকৃত বিধান। আর বর্তমানে আমরা দেখতে পাই যে, ইয়াহুদীগণ লম্বা দাড়ি রাখে। সুতরাং তাদের বিপরীত করার জন্য আমাদেরকে এখন দাড়ি মুণ্ডন করতে হবে। আল-ইয়াজু বিল্লাহ!

এ কথা তাদের মুর্খতারই প্রমাণ বহন করছে। কেননা, দাড়ি লম্বা রাখা ও মুণ্ডন দু'টিই রাসূল (ﷺ) এর যুগে বিদ্যমান ছিল। এর মধ্য হতে মিল্লাত ইবরাহীমের সাথে যেটির মিল ছিল সেটিই রাসূল (ﷺ) গ্রহণ করেন। আর তা হলো- লম্বা দাড়ি রাখা এবং তাঁকে এরই নির্দেশ দেয়া

---

১৯. ক্রয়-বিক্রয়ের সময় পণ্য না দেখে স্পর্শ করে বা ছুঁড়ে মেরে ক্রয় বা বিক্রয় চূড়ান্ত করা।

হয়েছে। অন্যদিকে বিপরীত বিষয়কে প্রত্যাখ্যান করেন; আর তা হচ্ছে- দাড়ি মুণ্ডন করা।

রাসূল (ﷺ) বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাষায় একে প্রত্যাখ্যান করেছেন। এর পরিপ্রেক্ষিতেই বর্তমানে কতক লোক পূর্ণাঙ্গ দাড়ি রাখেন। বাকীরা মুণ্ডন করে। আর আমরা দাড়ি মুণ্ডন ও কর্তনকারীদের বিপরীত এবং পূর্ণাঙ্গ দাড়িধারীদের অনুকূলে আমল করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি।

ইহুদীরা যেসব আমল করে তার সবগুলোর বিপরীত করাই যদি আমাদের পক্ষে ওয়াজিব হত তাহলে খাতনা পরিত্যাগ করাও আমাদের জন্য ওয়াজিব হতো। কেননা, ইয়াহুদীরা খাতনা করে থাকে। ফলে ইয়াহুদীদের ব্যতিক্রম করে দাড়ি মুণ্ডন প্রবৃত্তি পূজার নামান্তর মাত্র। দ্বীন ইসলামের সাথে এর বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই।

الطعن في أخلاق أصحاب اللحى

দাড়িওয়ালা লোকেদের চরিত্রে কলঙ্ক লেপনের অপচেষ্টা

কতক লোক এও বলে যে, দাড়িওয়ালা ব্যক্তিগণ দাড়ি রাখার সুবাদে এর দ্বারা মানুষকে ধোঁকা দেয়। তারা দাড়িকে মাধ্যম ও ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে পার্থিব ধন-সম্পদ উপার্জন করে। কেননা, দাড়িধারী লোকেদেরকে সাধারণ মানুষ ভাল ও সৎলোক মনে করে। সুতরাং দাড়িওয়ালাদের এরকম কাজ এক ধরনের মুনাফিকী আচরণ।

আমরা বলতে চাই: কৌশল করে বা ধোঁকা দিয়ে কাজ বাগিয়ে নেয়া দাড়িওয়ালাদের স্বভাব নয়, তা হতে পারে না। আর যদিও কেউ এ রকম করে থাকে তবুও আমাদের পক্ষে রাসূল (ﷺ) এর নির্দেশ অমান্য করে দাড়ি মুণ্ডন করা হালাল নয়। বিশেষ কতক পাপী ও মন্দ লোকের কারণে তো নয়ই। বরং কৌশল অবলম্বন বা ধোঁকা দেয়ার মতো মন্দ স্বভাব পরিহার করতঃ রাসূল (ﷺ) এর নির্দেশ বাস্তবায়ন করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি দাড়িকে ধোঁকা দেয়ার মাধ্যম বলে চালিয়ে দিতে চায় তার গালে চপেটাঘাত করা দরকার; আর তাকে এ কথাও বলতে হবে, আমাদেরও

তো লম্বা দাড়ি রয়েছে, তুমি আমাদের দ্বারা ধোঁকাবাজির কোনো প্রমাণ আনতে পারবে!

আল-হামদুলিল্লাহ! আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাত অনুসরণার্থে পূর্ণাঙ্গ দাড়ি রেখেছি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিকট বিনীত প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদের মন-মানসিকতা ও আমাদের অবস্থার উন্নতি ঘটান এবং ধোঁকাবাজি, মুনাফিকী ইত্যাদি যাবতীয় পাপকর্ম থেকে দূরে রাখেন।

দাড়ি কর্তন কক্ষনোই কোনো কঠিন কাজকে সহজ বা কোনো পাপ থেকে রক্ষা করে না। বিশেষ করে ধোঁকাবাজি, মুনাফিকী ইত্যাদি কাবীরা গুনাহ থেকে তো নয়ই। সুতরাং মু'মিন ব্যক্তি মাত্রেরই কর্তব্য হচ্ছে, এমন কাজ সম্পাদন করা বা এমন কর্ম হতে বিরত থাকা যার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জিত হয়। কেননা, আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভই মু'মিন ব্যক্তির একমাত্র, সর্বশেষ ও চূড়ান্ত লক্ষ্য।

حلق اللحية لإظهار تقليل العمر

বয়স কম বোঝানোর জন্য দাড়ি কামানো

কতক তালেবে ইলম (জ্ঞান অন্বেষণকারী) বলে থাকে, আমরা তো কেবল আমাদের বয়স কম প্রকাশার্থে দাড়ি মুণ্ডন করি। কেননা, বেশি বয়সে জ্ঞানার্জনকে লজ্জাজনক মনে করা হয়। তাদের এ দাবি অসার ও ভ্রান্ত। কেননা, বয়স হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার দান এবং কখনো তা নিয়ামত হয়ে দাঁড়ায়। ফলে এমন নিয়ামত লুকানো তা অস্বীকারের নামান্তর। জ্ঞানীদের নিকট যুবক বয়সের পর বিদ্যা অর্জন করা লজ্জাকর কিছু নয়। বরং মানুষের নিকট এমন ব্যক্তি প্রশংসার পাত্র। কেননা, সে বৃদ্ধ বয়সেও জ্ঞান আহরণে আগ্রহী। উপর্যুক্ত কথাগুলো হাকীমুল উম্মাহ শায়খ তাহাবুনী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেছেন।

কতক ব্যক্তি বলে যে, আমরা কতক সম্মানিত আলিমের অনুসরণ করে দাড়ি মুণ্ডন করে থাকি। কেননা, তারাও দাড়ি মুণ্ডন করে। অত্যন্ত আশ্চর্যের কথা হচ্ছে- কিভাবে এমন লোকের অনুসরণ করে কোনো আমল করা হয় যারা নিজেরা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দেখানো পথের উপর বিদ্যমান নয়

এবং এর পক্ষে তাদের শরীয়তী কোনো দলীলও নেই। যে ব্যক্তি দাড়ি মুণ্ডন করে সে তো রাসূল এর অবাধ্য, সে যে কোনো ব্যক্তিই হোক না কেন।

حلق اللحية معصية تتكرر كل يوم

দাড়ি কামানো এমন পাপ যা প্রতি দিন বার বার হতে থাকে

মু'মিনের পক্ষে কোনো পাপকে হালকা মনে করা উচিত নয়। বিশেষ করে (দাড়ি কর্তনের মতো) এমন পাপকে কক্ষনোই নয়। কেননা, এর পাপ একের পর এক বার বার হতে থাকে। কতক লোক তো দিনে একবার আবার কেউ দু'বার দাড়ি মুণ্ডন করে। আর এটা প্রসিদ্ধ কথা যে, কোনো পাপ বারবার করলে তা কাবীরা গুনাহে পরিণত হয়।

ইমাম বায়হাকী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) তাঁর শুআবুল ঈমান গ্রন্থে বর্ণনা করেন-

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ كُلُّ ذَنْبٍ أَصَرَّ عَلَيْهِ الْعَبْدُ كَبِيْرَةٌ

কোনো বান্দার যে কোনো পাপ কাজ বার বার করাই কাবীরা গুনাহ।

ইবনু জারীর, ইবনুল মুনজির, ইবনু আবূ হাতিম (রহমাতুল্লাহি আলায়হিম) বর্ণনা করেন-

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا سأله كم الكبائر أسبع هي؟ قال هي إلى سبع مأء أقرب منها إلى سبع، غير أنه لا كبيرة مع الإستغفار ولا صغيرة مع إصرار.

ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তাঁকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল কাবীরা গুনাহ কি সাত প্রকার? ইবনু আব্বাস (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তা সাত থেকে সাতশত পর্যন্ত হতে পারে। তবে পাপ কাজ করার পর ইসতিগফার করলে তথা ক্ষমা প্রার্থনা করলে তা কাবীরা গুনাহ থাকে না। আর বার বার কোনো পাপের কাজ করলে তা সাগীরা (ছোট) গুনাহ থাকে না।

আব্দ ইবনু হুমায়দ, ইবনু জারীর, ইবনুল মুনজির, তাবারানী, বায়হাকী তার শুয়াবুল ঈমান গ্রন্থে ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণনা করেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কর্তৃক নিষেধকৃত যে কোনো কাজ করাই কাবীরা গুনাহ।

ইবনু জারীর (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণনা করেন, আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যাচরণ হয় এমন যে কোন কাজই কাবীরা গুনাহ। (আল্লামা শাওকানী প্রণীত ফাতহুল কাদীর গ্রন্থে এরূপই রয়েছে।)

معنى كون إعفاء اللحية سنة

লম্বা দাড়ি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাত

কতক লোক এও বলে যে, লম্বা দাড়ি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাত ঠিক আছে, তবে আমাদের জন্য দাড়ি লম্বা রাখা আবশ্যক নয়। কেননা, সুন্নাত পরিত্যাগ করায় কোনো পাপ হয় না।

প্রথমতঃ আমরা এর উত্তরে বলতে চাই, এটা প্রকৃত অর্থেই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জারিকৃত শরীয়তের বিধান। এর অর্থ এ নয় যে, এটা শরীয়তে একটি (সুন্নাতে যায়েদাহ) তথা অতিরিক্ত সুন্নাত যা পালন না করলে কোনো পাপ হবে না। কেননা, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দাড়ি লম্বা রাখার আদেশ করেছেন। আর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোনো কাজের ক্ষেত্রে আদেশসূচক শব্দ ব্যবহার করলে তা পালন করা ওয়াজিব। তাছাড়া তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বয়ং দাড়ি মুবারক লম্বা রেখেছিলেন, সাহাবীগণ এবং সৎকর্মশীল ব্যক্তিবর্গ তাঁর অনুসরণ করেছেন।

দ্বিতীয়তঃ আমরা যদি মেনেও নেই যে, দাড়ি লম্বা রাখা এমন সুন্নাত যা পালন করা ওয়াজিব নয় তথাপিও আমরা যে কথা বলতে চাই তা হচ্ছে- রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কোনো সুন্নাত পরিত্যাজ্য নয়। বরং তা আমলযোগ্য সুন্নাত। এর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য উভয় দিকই গ্রহণীয়।

আমি আশ্চর্যবোধ করি ঐ সমস্ত লোক সম্পর্কে যারা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে ভালবাসার দাবি করে অথচ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আকার আকৃতিকে ভালবাসে না। রবং তারা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর শত্রুদের চেহারা-সুরতকেই ভালবাসে।

إتباع المحبوب

যাকে ভালবাসা হয় তার অনুসরণ করা

এটা প্রসিদ্ধ ও জানা কথা যে, কেউ যদি কাউকে সত্যিকারার্থে ভালবাসে তাহলে সে তার ভালবাসার মানুষের চেহারা-সুরত, চালচলন, পোষাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি সবকিছুকে ভালবাসবে এমনকি তার ঘর, ঘরের

দেয়াল, তার পরিধেয় বস্ত্র এবং চাদর ইত্যাদিকেও ভালবাসবে। যেমন কবি বলেন:-

ومن عادتي حب الديار لأهلها

وللناس فيما يعشقون مذاهب

আমার স্বভাব এই যে, আমি কোন ঘরকে ভালবাসি তার বাসিন্দাদের কারণে। আর মানুষের মধ্যে ভালবাসার অনেক পন্থা রয়েছে।

অন্য এক কবি বলেন:-

أمر على الديار ديار ليلى :: أقبل ذا الجدار وذا الجدارا

وما حب الديار شغفن قلبي :: ولكن حب من سكن الديارا

আমি যখন আমার লায়লার বাড়ি অতিক্রম করি তখন এ-দেয়াল ও-দেয়ালের নিকটবর্তী হই। তবে বিষয় এমন নয় যে, ঐ ঘরের ভালবাসা আমার হৃদয়ে গেঁথে গেছে; বরং আমি ঐ ঘরে যে বাস করে তাকে ভালবাসি।

সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রাসূল ﷺ এর প্রতি ঈমান রাখে তার নিকট অন্য যে কোনো কিছুর থেকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ প্রিয় হবে। এ ভালবাসাই কোনো ব্যক্তিকে রাসূল ﷺ এর কার্যকে ভালবাসতে উদ্বুদ্ধ করবে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল ﷺ সম্পর্কে এরশাদ করেন:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ

(হে রাসূল!) আপনি বলে দিন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাসতে চাও তবে আমার অনুসরণ করো। তাহলে আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন। (সূরাহ ৩: আলু-ইমরান ৩১)

বাস্তব কথা এই যে, কারো প্রতি ভালবাসা যদি তার কাজকর্মের অনুসরণ করার প্রেরণা না জোগায় তবে তা প্রকৃত ভালবাসা নয়। এর দৃষ্টান্তস্বরূপ কবি বলেন:-

تعصي الإله وأنت تظهر حبه

وهذا لعمري في الفعال بديع

لو كان حبك صادقا لاطعته

إن المحب لمن يحب مطيع

অর্থাৎ প্রভুকে ভালবাস বলে প্রকাশ করো অথচ তুমি তাঁর অবাধ্যাচরণ করছো। আমার জীবনের কসম এ আচরণ তো এক নব উদ্ভূত বিষয়। যদি তুমি সত্যিকার ভালবাসতে তবে তাঁর আনুগত্য করতে। কেননা, যে যাকে ভালবাসে সে তার অনুগত হয়।

কোনো এক সাহাবী বলেন, একদা আমি মদীনার রাস্তায় হাঁটছিলাম। হঠাৎ পিছন হতে এক ব্যক্তি বললো, তুমি তোমার লুঙ্গি উঠিয়ে নাও। কেননা, তা পরহেজগারিতা ও ভাল কাজ। এ কথা শুনে পিছনে তাকিয়ে দেখি, তিনি হচ্ছেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এটা তো একটি ডোরাকাটা চাদর যা ঝুলে পড়েছে। তাতে আবার সমস্যা কী? রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, এতে কী তোমার জন্য কোনো অনুসরণীয় আদর্শ নেই? এ কথা শুনে আমি তাঁর দিকে লক্ষ করে দেখলাম, তাঁর লুঙ্গি হাঁটু ও পায়ের গোড়ালির মাঝামাঝি পর্যন্ত পরিধান করা। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, কোনো ওযর আপত্তি না করে আমার কাজের অনুসরণ করে চলো। প্রত্যেক কাজের ক্ষেত্রে আল্লাহর নিকট এটাই পছন্দনীয়- যদি সবকিছুই অনুসরণ করা ওয়াজিব নয়। এটা এজন্য যে, আশিক (প্রেমিক) কোনটা ওয়াজিব আর কোনটি ওয়াজিব নয় এর কোনো বাছবিচার না করে ভালবাসার টানে মাশুকের যাবতীয় কর্মের অনুসরণ করবে, এটাই স্বাভাবিক। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রিয়পাত্র হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন!

قول البعض إن إصلاح القلب هو الأصل

কতক লোকের কথা: অন্তরের পরিশুদ্ধতাই আসল

লোকেরা বলে থাকে: অন্তর বা আত্মার পরিশুদ্ধি এবং বাহ্যিক কাজ পরিছন্ন হওয়াই দ্বীনের মূল উদ্দেশ্য। যখন কারো অন্তর ও বাহ্যিক দিক পরিষ্কার থাকবে তখন দাড়ি লম্বা রাখার বা কোনো বিশেষ পদ্ধতিতে পোষাক পরিধানের কোনো প্রয়োজন নেই।

তাদের কথা ফাসেদ ও বাতিল। তাদের একজনের কথা আরেকজনের কথার বিপরীত। কেননা, যখন অন্তর পরিশুদ্ধ হয়, বাহ্যিক দিক পবিত্র হয় তখন তো এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এ অবস্থায়

বান্দা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশনানুযায়ী কাজ করে এবং বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাঁর নিকট আত্মসমর্পন করে এবং তাঁর আদেশ ও নিষেধ বাস্তবায়নে ধাবিত হয়। অন্তর ও বাহ্যিক পরিবত্রতার সাথে সগীরা বা কাবীরা গুনাহ একত্রিত হতে পারে না।

বাকী থাকলো ঐ ব্যক্তির কথা, যে বলে, আমি অন্তর রূহ ও বাহ্যিক দিক হতে পরিষ্কার ও পবিত্র। আর এ সত্ত্বেও আল্লাহর রাসূল (ﷺ) এর আদেশ-নিষেধ মেনে চলা থেকে দূরে থাকে তবে তো সে মিথ্যাবাদী। তার সকল কাজের উপর শয়তান ভর করেছে।

রাসূল (ﷺ) এর আনীত যে সব বিষয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে সম্পর্কিত সেক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ ও মনের পবিত্রতাই যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যথেষ্ট হয়ে থাকে, তবে রাসূল কেন মন্দ কাজ হতে বিরত থাকতে নিষেধই করবেন কেন এবং রাসূল (ﷺ) পুরুষদেরকে মহিলার রূপ ধারণ বা মহিলাদের পুরুষের আকৃতি ধারণ করার জন্য ও উল্কি আঁকা, দাঁত কেটে সমান করা ইত্যাদি কাজের জন্য কেন লা'নত করবেন? এরূপ আরো অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে।

হে মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দ! ইনসাফের সাথে ভাবুন তো, এরকম অন্যায় কৌশল, বাতিল যুক্তি-তর্ক কিয়ামতের হিসাবের দিনে কোনো কাজে আসবে কি? তোমার অন্তর কি এ সাক্ষ্য দেয় যে, তুমি সেই দিনে মুক্তি পাবে যে দিন কোনো ধন-সম্পদ বা সন্তান-সন্ততি কোনো কাজে আসবেনা। এসব কথা........ যিনি প্রকাশ্য ও গোপন ইত্যাদি সবই অবগত তার নিকট কি কোনো কাজে লাগবে?

আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে- দ্বীনের কোনো বিষয় যখন প্রবৃত্তিপূজারীদের মতের সঙ্গে মিলে যায় তারা সেটাকে গ্রহণ করে। আর যেটা তাদের প্রবৃত্তির বিপরীত হয় সেটাকে তারা বিভিন্ন ধ্বংসাত্মক কৌশল ও অপব্যাখ্যার মাধ্যমে প্রত্যাখ্যান করে।

তারা পাপ কাজ করা, পাপের সমর্থন, আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা এবং তার নিকট তাওবা করাকে অত্যন্ত মামুলি ও নগণ্য মনে করে। অথচ সত্যকে অস্বীকার এবং বিভিন্ন বাতিল অপব্যাখ্যা অত্যন্ত বড় কবীরা গুনাহ। কেননা, তা অবাধ্যতা ও মহাবিপর্যয়।

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ

এতে অবশ্যই উপদেশ রয়েছে তার জন্য যার আছে (বোধশক্তিসম্পন্ন) অন্তর কিংবা যে খুব মন দিয়ে কথা শুনে।

(সূরাহ ৫০: ক্বাফ ৩৭)

حيل باطلة وخداع للنفس

বাতিল অপকৌশল ও নফসের ধোঁকা

অন্য এক দল বলে থাকে: ঈমান ও ইসলাম কেবল দাড়ি রাখার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় এবং দাড়ি মুণ্ডন করার কারণে কেউ কাফিরও হয় না; তবে উলামাগণ এ বিষয়ে এতো কঠোরতা করেন কেন?

আমরা বলতে চাই, দাড়ি মুণ্ডন এবং তা বারবার করা কাবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত যদিও তা কাউকে ঈমান ও ইসলাম হতে বের করে দেয় না। কিন্তু আমরা আল্লাহর নামে শপথ করে জিজ্ঞেস করতে চাই, কোনো ব্যক্তির ঈমান আনয়ন করা এবং ইসলাম গ্রহণ করাই যদি কোনো আল্লাহর নিকট গৃহীত ও আল্লাহর প্রিয়পাত্র হওয়ার জন্য যথেষ্ট হয়ে থাকে তবে হাদীসের কিতাবসমূহে শরীয়তের বিভিন্ন আদেশ-নিষেধমূলক হাদীস বর্ণিত হলো কেন? আর কেনই বা পাপিষ্ঠ বান্দার জন্য কবরের আযাব বা জাহান্নামের শাস্তির ভয় দেখানো হলো?

উলামায়ে কিরাম (আল্লাহ তাঁদের উত্তম প্রতিদান দান করুন) কেবল রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দাড়ি রাখার নির্দেশই বাস্তবায়ন করতেন না, বরং তাঁরা সাধ্যমত সকল হুকুম-আহকাম এবং শরীয়তের যাবতীয় আদেশ-নিষেধ দিন-রাত সর্বদাই পালন করে যাচ্ছেন। অন্যদিকে দাড়ি মুণ্ডনকারীগণ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নির্দেশের নিকট মাথা নত করে না, বরং তারা তাদের প্রবৃত্তি ও শয়তানের অনুসরণ করে। তাদের ইসলামের শত্রুদের অন্ধ অনুসরণ করে এবং তারা আদিকাল থেকে কিয়ামত পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ মানবের আদেশ ও নিষেধের সাথে ঠাট্টা-তামাশা করেই যাবে।

حكم من أصر على حلق اللحية واستحسنه

যে ব্যক্তি দাড়ি মুণ্ডন বা কামানোর উপর অনড় থাকে ও এর মাধ্যমে সৌন্দর্য অবলম্বন করে তার বিধান

শায়খুল মাশায়েখ হাকীমুল উম্মাহ তাহাবুনী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, যে ব্যক্তি দাড়ি মুণ্ডন বা কামানোর উপর অনড় থাকে ও এর মাধ্যমে সে সৌন্দর্য অবলম্বন করে এবং মনে করে যে দাড়ি রাখা লজ্জাজনক ও অসম্মানের কাজ এবং সে দাড়িওয়ালাদের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে তবে এটা ভাবা অসম্ভব নয় যে, তার ঈমান ঠিক নেই। তাকে আল্লাহর নিকট তাওবা করতে হবে। নতুনভাবে ঈমান আনতে হবে। নতুন করে বিবাহ করতে হবে। আর কর্তব্য হবে রাসূল এর আকৃতিকে ভালবাসা এবং নিজের ও সকল মানুষের জন্য তা পছন্দনীয় মনে করা।

যদিও কতক নির্বোধ লোকেদের কাছে লম্বা দাড়ি লজ্জাজনক কিন্তু একজন মুসলিমের পক্ষে ওয়াজিব কোনো বিষয় পরিত্যাগ করা জায়েজ নয়। এসব নির্বোধ লোকের কথায় আমরা প্রভাবিত হলো তো আমরা ঈমানের উপর টিকে থাকতে পারবোনা। কেননা, কাফির, মুশরিকরা ইসলাম ও ঈমানকে লজ্জাজনক মনে করলে কি আমরা কাফিরদের খুশি করতে ঈমান ও ইসলাম ত্যাগ করবো। আল-ইয়াজু বিল্লাহ! কক্ষনো না।

আমরা যখন ঈমান এনেছি এবং ইসলামকে আঁকড়ে ধরেছি এবং সর্বাবস্থায় ইসলাম ধর্মের উপর সন্তুষ্ট আছি। যদিও কাফিররা ইসলামকে অপছন্দ করে) তখন ইসলামের বিভিন্ন আচার-আচরণ ও রহমতের নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর সন্তুষ্ট থাকা অপরিহার্য। ঐসব ফাসিকদের নাক ধূলায় ধূসরিত হোক যারা কাফির-মুশরিক আকৃতিকে নিজেদের জন্য চয়ন করেছে। কেননা, ইসলামের শত্রুদের রীতিনীতিকে সন্তুষ্ট শয়তানের প্রভাব ও ধোঁকা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصٰرٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ}

"ইয়াহূদী ও নাসারারা তোমার প্রতি রাজী হবে না যে পর্যন্ত না তুমি তাদের ধর্মের আদর্শ গ্রহণ কর।" (সূরাহ বাক্বারাহ ২: ১২০)

طلبة العلوم الدينية وإعفاء اللحية

দ্বীনের জ্ঞানার্জন ও দাড়ি লম্বাকরণ

হাকীমুল উম্মাহ তাহাবুনী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) আরো বলেন, সে সময় আফসোস লাগে যখন দেখি যে, দ্বীনের জ্ঞানার্জনে রত ছাত্ররা এমন জঘন্য পাপের সাথে জড়িত। তাদের দৃষ্টান্ত এমন গাধার মতো যে কেবল বোঝা বহন করে চলে অথচ তাতে কী আছে তা জানে না।

দ্বীনের জ্ঞান অর্জনের রত ছাত্র এমন কাজ করলে অন্যদের চাইতে তাদের বেশি পাপ হবে। কেননা, কুরআন-হাদীসে এ বিষয়ে কী বিধান বর্ণিত হয়েছে তা তাদের জানা রয়েছে। তা সত্ত্বেও তারা কুরআন ও নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হাদীসের বিপরীত আমল করছে। সুতরাং মন্দ ও বদকার আলিম হিসেবে তারা শাস্তি পাবার যোগ্য। যেহেতু তারা যা জানে সে অনুযায়ী আমল করে না। আর এসব মন্দ আলিমের পাপকর্ম অশিক্ষিতদের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে। যেহেতু তারা এসব আলিমদের দেখাদেখি পাপ কর্মে জড়িয়ে পড়ে। এভাবে তারা এ পাপ কাজ ছড়িয়ে পড়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আর এটা জানা কথা যে, যে ব্যক্তি কোনো পাপ কাজের কারণ হয় তখন ঐ পাপ তার দিকেই ফিরে আসে।

আমার মতে ইসলামী মাদরাসা ও দ্বীনী প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতাদের কর্তব্য হচ্ছে- যে সব ছাত্র এমন পাপের কাজে জড়িত ও সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল দ্বীন ও শরীয়াতের রীতি-নীতির বিপরীত করতে থাকবে তাদেরকে তাদের প্রতিষ্ঠান হতে বহিষ্কার করা। তবে ঐ সব ছাত্র তাওবা করলে তাদের প্রতিষ্ঠানে রাখা হবে।

আমি এ ধরনের ছাত্রকে এজন্য বহিষ্কার করার পরামর্শ দিই যে, এসব ছাত্র যখন দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে শিক্ষা অর্জন করে ফারিগ হবে লোকেরা তাদের কাজকর্ম ও আমলসমূহ অনুসরণ করবে। আর এমন আলিমদের অনুসরণ করা উম্মতের ধ্বংস বৈ আর কিছু নয়।

কতক অজ্ঞ ও জ্ঞানপাপী এও বলে যে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ। তাই আমরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার জন্যই দাড়ি মুণ্ডন করি। অথচ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সকল মানুষের চেয়ে অধিক পবিত্রতা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাকে বেশি ভালবাসতেন। ফলে তাদের এ কথায় নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর চিরন্তন সুন্নাত লম্বা দাড়ি ও ঘন দাড়ির সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ, উপহাস প্রকাশ পায়। অজ্ঞদের এমন ধৃষ্টতাপূর্ণ কথার অনুসরণে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর শত্রুরা দাড়ি মুণ্ডন করে, আবার বড় গলায় কুরুচিপূর্ণ যুক্তি-প্রমাণ পেশ

করার দুঃসাহস দেখায়। শুধু তাই নয়, তারা আবার কৌশল অবলম্বন করে বলে যে, আমরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার জন্য দাড়ি মুণ্ডন করি। তবে আমি বলতে চাই, তাদের সর্বদা মাথা মুণ্ডন করতে কিসে বাধা দেয়? কিন্তু না, তারা কখনই মাথা মুণ্ডন করে না যদিও দাড়ির চেয়ে মাথা চুলে পরিপূর্ণ থাকে এবং তাতে খুশকি, উকূন ইত্যাদি জন্মায় ও মানুষকে কষ্ট দেয়।

প্রকৃত কথা এই যে, এসব লোকেরা ইউরোপ-আমেরিকার অন্ধ অনুসরণ করে মাথা মুণ্ডন করতে রাজি নয়। তারা তাদের অন্ধানুসরণ করে মাথার চুল এমন এলোমেলো রাখে যে, তারা গোসল করে না, চুলে চিরুনি করে না, তৈলও লাগায় না। বরং তারা উসকো খুসকো রাখতেই ভালবাসে। তবে এসব লোকেরা কি দিকভ্রান্ত হয়ে তাদের অন্ধানুসরণ করছে। আল্লাহ তা'আলার নিকট দাড়ি কর্তন, প্রবৃত্তির অনুসরণ ও অন্ধ পথভ্রষ্টদের হতে আমাদের রক্ষা করুন। আমীন!

مسك الختام وآخر الكلام

পরিশিষ্ট এবং শেষ কথা

দাড়ি রাখা ও কর্তন সম্পর্কে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হাদীস এবং বিভিন্ন লেখকের ফিকহী আলোচনা আপনারা অবগত হলেন।

সহীহ হাদীসসমূহ পরিষ্কাররূপে প্রমাণ করে, দাড়ি লম্বা রাখা আল্লাহ তা'আলার দ্বীন ও শরীয়তের অন্তর্ভুক্ত অবশ্য পালনীয় একটি আমল। আর এর বিপরীত আমল করা অজ্ঞতা, অবাধ্যতা, গাফলতি এবং সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি সাইয়েদিনা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হিদায়েত থেকে দূরে সরে যাওয়া বৈ আর কিছু নয়।

আমরা যদি লোকেদের দিকে গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিই তবে দেখবো যে, ব্যক্তিত্বের সৌন্দর্য, পরিপূর্ণতা, সম্মান-মর্যাদা ও পৌরুষত্ব লম্বা দাড়ির মধ্যেই নিহিত রয়েছে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা পুরুষ জাতিকে লম্বা দাড়ি দ্বারা সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছেন। সুতরাং তা কর্তন ও মুণ্ডন করা অর্থই হচ্ছে সেই সৌন্দর্যকে বিকৃত করা এবং ব্যক্তিত্ব ও পৌরুষত্বকে পেছনে ছুঁড়ে ফেলা আর শয়তানের অনুসরণ করে আল্লাহর সৃষ্টিতে পরিবর্তন সাধন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার প্রকৃত হিকমতের (রহস্যের) অবমূল্যায়ন ও অকার্যকর করা হয় এবং একে অনর্থক সৃষ্টির অপবাদ দেয়া

হয়। অথচ বিজ্ঞানময় আল্লাহ তা'আলা অনর্থক কাজ ও খেল-তামাশামূলক আচরণ হতে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র।

এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, দাড়ি পুরুষ ও নারী জাতির মধ্যে পার্থক্যকারী একটি বিষয়। কেননা, দাড়ি ব্যতীত শরীরের অন্যান্য স্থানের চুলের মধ্যে এ উভয় জাতিতে কোনো পার্থক্য নেই। যেমন, পুরুষের মাথায় চুল রয়েছে, নারীর ও মাথায় চুল রয়েছে; পুরুষের বগলে চুল রয়েছে, নারীর ও বগলে চুল রয়েছে; পুরুষের নাভির নিম্নদেশেও ন্যায় নারীর ও তথায় চুল রয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

উপর্যুক্ত আলোচনার সারমর্ম হচ্ছে- প্রত্যেক মু'মিন ব্যক্তির কর্তব্য হলো চিরস্থায়ী আখিরাতকে সামনে রাখা ও চাকচিক্যময় ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া বিষয়ে ধোঁকায় না পড়া। কেননা, এ দুনিয়ার জীবন দ্রুত নিঃশেষ হবে এবং আমরা সবাই চিরস্থায়ী আখিরাতের পথে যাত্রীস্বরূপ। এ দুনিয়ায় আমরা মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ আযীযের সামনে দণ্ডায়মান। আমরা এখানে যা করবো শীঘ্রই তার যথারীতি হিসাব দিতে হবে। জ্ঞানী তো সে-ই যে ব্যক্তি নিজেকে ভালভাবে চিনবে, আমি কে, কী আমার উদ্দেশ্য এবং মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের জন্য সৎ আমল করে যাবে। অন্যদিকে হতভাগা সেই ব্যক্তি, যে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে চলে এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট খুব বড় বড় আশা রাখে।

প্রত্যেক মু'মিনের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে- জীবনের প্রতি পদে পদে যে কোনো কাজের পেছনে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্য রাখা যাঁর হাতে রয়েছে সবকিছুর চাবিকাঠি। সম্মান-মর্যাদা, অপদস্তুতা, রাজত্ব, দারিদ্র, প্রাচুর্য, সফলতা-বিফলতা ইত্যাদি সবই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার হাতে। সাদিকুল মাসদূক মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, যে ব্যক্তি মানুষের অসন্তুষ্টি সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টিকে গ্রহণ করবে মানুষের মোকাবেলায় আল্লাহই তার জন্যে যথেষ্ট। অন্যদিকে যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলাকে অসন্তুষ্ট করেও মানুষের সন্তুষ্টি কামনা করে তাকে আল্লাহ তা'আলা মানুষের দিকেই সোপর্দ করে দেন। (সহীহ ইবনু হিব্বান, ইমাম তিরমিযীও অনুরূপ বর্ণনা করেন)। আর আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি নিহিত রয়েছে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অনুসরণে; সুতরাং আমরা তাঁর অনুসরণ ব্যতীত আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন করতে সক্ষম হবো না। যেমন আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللهُ

হে রাসূল! আপনি বলে দিন, (হে লোকসকল) তোমরা যদি আল্লাহ তা'আলার ভালবাসা পেতে চাও তবে তোমরা আমাকে ভালবাস, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ভালবাসবেন। (সূরা আলূ-ইমরান ৩: ৩১)

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে অবাধ্যাচরণ করলেই আল্লাহ তা'আলার সাথেও অবাধ্যাচরণ করা হয় এবং এ অবাধ্যাচরণের শাস্তি খুব ভয়াবহ। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ

"কাজেই যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা সতর্ক হোক যে, তাদের উপর পরীক্ষা নেমে আসবে কিংবা তাদের উপর নেমে আসবে ভয়াবহ শাস্তি।" (সূরাহ আন-নূর ২৪: ৬৩)

ইবনু কাসীর (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) তাঁর তাফসীর গ্রন্থে উপর্যুক্ত আয়াতের عَنْ أَمْرِهِ এর অর্থ লেখেন অর্থাৎ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আদেশ-নিষেধ- যা হচ্ছে তাঁর চলার পথ, রাস্তা বা তরীকাহ, তাঁর সুন্নাত, শরীয়াত। সুতরাং যে কথা বা আমলকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কথা ও আমলের সাথে মেপে নিয়ে কথা বলতে হবে বা আমল করতে হবে। রাসূল এর কথা বা কাজের সাথে যে কথা বা কাজ মিলে যাবে তা কবূল করা হবে; আর যা এর ব্যতিক্রম হবে তা প্রত্যাখ্যান করা হবে সেটা যে কোনো ব্যক্তির কথা আমলই হোক না কেন। বুখারী, মুসলিমের হাদীস থেকে প্রমাণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد

যে ব্যক্তি কোনো আমল করলো যার উপর আমা হতে কোনো নির্দেশনা নেই তা পরিত্যাজ্য।[২০] অর্থাৎ প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য হোক রাসূল

২০. এ হাদীসের শব্দ ইমাম মুসলিমের, আর বুখারী ও মুসলিম আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে মারফূ' সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। যার শব্দ হচ্ছে-

من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد

যে ব্যক্তি আমাদের শরীয়াতে নতুন বিষয়ের উদ্ভাবন করবে যা শরীয়াতের অন্তর্ভুক্ত নয় তা প্রত্যাখ্যাত। -আবদুল আযীয বিন আবদুল্লাহ বিন বায

এর শরীয়াতের বিপরীত কোনো আমল করা হতে দূরে থাক এবং আমল ভয় করে চলো।

আল্লাহ তা'আলার তাওফীকে এটাই আমার শেষ কথা। বইটি শেষ করতে মহান আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া জানাই। সমগ্র বিশ্বের নেতা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), তাঁর সাহাবায়ে কিরাম ও কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর সকল অনুসারীর উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমীন!

الحمد لله على التمام، والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيد الأنام

وعلى آله وصحبه البررة الكرام، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيام.

অনুবাদকের অনূদিত বইসমূহ

১. ইসলামে সুন্নাহর মর্যাদা -মূল: আল্লামা মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী
২. শিশুদের চল্লিশ হাদীসে আল্লাহর পরিচয় -মূল: আবূ ইসমাঈল আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ হারুবী
৩. সূরা ফাতিহা সলাতের অবিচ্ছেদ্য অংশ -মূল: আল্লামা কারামুদ্দীন সালাফী
৪. সলাতে একাগ্র ও বিনয়ী হওয়ার ৩৩ উপায় -মূল: শাইখ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ
৫. সলাত পরিত্যাগকারীর হুকুম -মূল: আল্লামা মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী
(অনুবাদ: মুহাম্মাদ আল-আমীন বিন ইউসুফ ও হাফেয রায়হান কাবীর)
৬. হস্তক্ষেপমুক্ত পূর্ণ দাড়ি রাখা ওয়াজিব- মূল: আল্লামা যাকারিয়া কান্ধলবী মাদানী

وجوب إعفاء اللحية

হস্তক্ষেপমুক্ত

পূর্ণ দাড়ি রাখা ওয়াজিব

শায়খুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া কান্ধলবী মাদানী

তাহক্বীক্ব: শায়খ আবদুল আযীয বিন আবদুল্লাহ বিন বায

شيخ الحديث مولانا محمد زكريا الكندهلوي المدني رح

تحقيق : عبد العزيز بن عبد الله بن باز رح